অর্থ—হে ঈমানদারগণ! তোমরা সুদ গ্রহণ করিও না (সুদ কত জঘন্য প্রথা যে, সময়ের দীর্ঘতার সঙ্গে সঙ্গে) উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া কত কত গুণ বাড়িয়া যায়। (এমনকি ঋণ গ্রহীতাকে সর্বহারা পর্য্যন্ত করিয়া দেয়।) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর; ইহাতেই তোমাদের উন্নতি ও সাফল্য নিহিত রহিয়াছে এবং দোযখকে ভয় কর, উহা হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর; বস্তুতঃ দোযখ আল্লাহ-বিরোধী কাফেরদের জন্য তৈরী হইয়া রহিয়াছে। (তোমরা আল্লার বিরোধীতা এড়াইয়া জীবন যাপন করিলেই দোযখ হইতে রক্ষা পাইতে সক্ষম হইবে।) এবং আল্লাহ ও আল্লার রসুলের আনুগত্য অবলম্বন কর, ইহাতে তোমাদের প্রতি আল্লার করুণা ও দয়া হইবে। (৪ পাঃ ৫ রুঃ)

শরীয়তে হারাম ঘোষিত বিষয়-বস্তু সমূহের প্রতি নজর করিলে এই বাস্তব তথ্যটির আরও বহু নজীর পাওয়া যাইবে। যেমন যেনা বা ব্যভিচার, ইহা যে স্তরের ঘৃণ্য এবং ইহ-পরকালে যেরূপ কঠোর শাস্তির কারণ এবং সর্বসাধারণের অন্তরে ইহার যে ঘৃণ্যরূপ বিদ্যমান, সেই সবের পরিপ্রেক্ষিতে যেনার যে বাস্তব রূপ রহিয়াছে, শুধু যুক্তির দ্বারা যেনার সেই বাস্তব রূপ উদ্ভাসিত হইতে পারে না।

লক্ষ্য করুন। কেবলমাত্র মৌখিক কয়েকটি স্বীকৃতিমূলক বাক্য উচ্চারণ ও কতিপয় সামাজিক রছম-রেওয়াজ পূরণ করা ব্যতীত বিবাহিতা নারী ও অবিবাহিতা নারীর মধ্যে শুধু যুক্তির দ্বারা কি পার্থক্য উদঘাটন করা যায় যদ্দ্বারা স্ত্রীসহবাস হইতে যেনার পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া যেনার জঘণ্যতা ও ঘৃণ্য কদর্য্যতার বাস্তবরূপের এক শতাংশও প্রকাশ পায়?

বলা বাহুল্য—লাগামহীন পৈশাচিক যুক্তি অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত রূপও ধারণ করিয়া বসে। যেমন জনৈক পাপিষ্ঠ নরপিশাচ নগ্ন যুক্তিবাদী নিজ মাতার সহিত ব্যভিচার করিত এবং ইহার সমর্থনে এই যুক্তির অবতারণা করিত যে, যে দ্বার ও পথ বহিয়া আমার সম্পূর্ণ শরীর বাহির হইয়াছে, সেই দ্বার ও পথে আমার শরীরের একটি অংশ মাত্র পুনঃ প্রবেশ করিবে ইহা দোষনীয় কেন?

অন্য এক হতভাগা যুক্তিবাদী নরপশু স্বীয় যুবতী মেয়ের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইত এবং এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিত যে, আমি নিজ পরিশ্রম ও ব্যয়ভার বহনের দ্বারা বৃক্ষ রোপণ করিয়াছি, উহাতে ফল ধরিয়াছে এবং উহা পাকিয়াছে এখন উহাকে উপভোগ করার অধিকারী আমি ভিন্ন অন্য কেহ কেন হইবে?

মানবতা ও সৃষ্টিকর্তার শাসনতন্ত্র তথা শরীয়তের নির্দেশ ইত্যাদি কোন কিছুর ধার না ধারিয়া শুধু যুক্তি তর্কের এহেন তীক্ষ্ণ হাতিয়ার কি আছে, যদ্দ্বারা উপরোক্ত নগ্ন যুক্তিবাদীদের ঘৃণ্য যুক্তি খণ্ডন পূর্বক তাহাদের কুকার্য্যের বাস্তব স্বরূপ উদঘাটন করা যায়?

অতএব যে কোন বিষয় বর্জনীয় বা গ্রহণীয় এবং ঘৃণ্য বা উত্তম হওয়ার উপলব্ধি করা উপলক্ষে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানকর্তা ও মানবের জীবন যাত্রার নীতি নির্দ্ধারণের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার প্রতিনিধি রসুলের তথা শরীয়তে নিষেধাজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম ও সর্বাধিক নিরাপদ পন্থা। বস্তুতঃ মানব রচিত জাগতিক শাসনতন্ত্রকেও অনুরূপ মর্য্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক ঘোষিত শাসনতন্ত্রকে ততটুকু মর্য্যাদা দানে কুণ্ঠিত হওয়া বড়ই অনুতাপের বিষয়।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—...... الذين يا كلون الربو পূর্ণ আয়াত ও উহার অর্থ আলোচ্য অধ্যায়ের প্রারম্ভে উল্লিখিত প্রথম আয়াতের বিবরণে বর্ণিত আছে।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

অর্থ—হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের লেন-দেন ও সংশ্রব যাহা কিছু বাকি আছে সব পরিত্যাগ কর যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও। তোমরা এই আদেশ অনুযায়ী কাজ না করিলে আল্লাহ ও আল্লার রসুলের পক্ষ হইতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়া রাখ। (৩ পাঃ ৬ রুঃ)

ঐরূপেই বাঘ, ভাল্লুক, হাতী, শৃগাল, কুকুর, শূকর ইত্যাদি হারাম হওয়া এবং গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদির হালাল হওয়া এতদ্ভিন্ন পশু-পক্ষীর গলগণ্ডের চারটি রগ আল্লার নামে কাটিলে তাহা হালাল হওয়া এবং অন্য উপায়ে বধকৃত হারাম হওয়া ইত্যাদি বহু নজীরই বিদ্যমান আছে। এই বক্তব্যের তাৎপর্য ইহা নহে যে, হারাম বস্তু ও বিষয় সমূহের বর্জনীয় হওয়ার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ও হেতু থাকে না। অবশ্যই কারণ ও হেতু থাকে বটে, কিন্তু শুধু যুক্তি বা বিজ্ঞান রচিত কারণ ও হেতুর উপর নির্ভর করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হারাম বস্তুর বাস্তব রূপ আংশিক রূপেও উদ্ভাসিত না হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। যেরূপ দশ মণ ওজনের কোনও বস্তুকে এক তোলা পরিমিত পাথর দ্বারা পরিমাপ করিলে উহার ওজনের বাস্তব পরিমাণ কখনই প্রকাশ পাইবে না। সুতরাং হারাম বিষয়-বস্তু সমূহের বর্জনীয়তা ও ঘৃণাস্পদতাকে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত নীতি ও নিষেধাজ্ঞার মাপ-কাঠিতে পরিমাপ করিবে শুধু যুক্তির মাপকাঠিতে নহে। এবং অমোসলেমদের মোকাবিলায় আমরা সর্বপ্রথমে ধর্মের সত্যতার চ্যালেঞ্জের পথ গ্রহণ করিব।

অবশ্য যুক্তি সঙ্গত কোনও কারণ উদ্ঘাটন করিতে পারিলে উহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু কেবলমাত্র সেই কারণের উপর হারাম বিষয় বস্তুর বর্জনীয়তা ও ঘৃণাস্পদতা নির্ভর করিবে না। এবং সেই কারণের তুলনায় উহার পরিমাপও করা হইবে না। যেরূপ—সুদ হারাম হওয়ার বিষয় বলা হইয়া থাকে যে, একদিকে এক গরীব অন্ন-বস্ত্রের অভাবে কোন এক ধনাঢ্যের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার আনে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন সামান্য জায়গা জমি, ঘর বাড়ীটুকু পর্যন্ত বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করে। অপরদিকে ঐ দুরাচার স্বীয় আসল টাকার উপর সুদের হিসাব যোগ করিতে থাকে। এমনকি অবশেষে দেনার দায়ে গরীবের সর্বস্ব গ্রাস করিয়া নেয়। এহেন মানবতা বিরোধী নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার প্রশ্রয় দেওয়ার ন্যায় নৃশংস ও বর্দর্য্য কার্য্য কি হইতে পারে? ইসলামের ন্যায় শাস্বত সনাতন ধর্মে এরূপ কার্য্যের অনুমতি থাকিতে পারে না।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

অর্থাৎ যদি তোমরা ঐ আদেশ অনুসরণ না কর তবে প্রমাণিত হইবে যে, তোমরা আল্লাহ-রসুলের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী দলভুক্ত হইয়াছ; ইহার ভয়াবহ পরিণতি কি হইবে তাহা তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰو وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ـ

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা সুদকে ধ্বংস করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্দ্ধিত করেন। আল্লাহ তায়ালা কোন বিদ্রোহী পাপীকে পছন্দ করিবেন না। (৩পা: ৬রুঃ)

ব্যাখ্যাঃ—সুদকে ধ্বংস করার পরলৌকিক পর্য্যায় ত অতিশয় সুস্পষ্ট। তদুপরি সুদে অর্জিত মালের দ্বারা অনুষ্ঠিত নেক কার্য্যের উপর কোনও ছওয়াব ও ফলাফল প্রতিফলিত হইবে না এবং আখেরাতে সুদখোর ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইহজগৎ যেহেতু পরীক্ষার স্থল—নেকী বদী উভয়ের সুযোগ প্রাপ্তির স্থান; তাই কোন কোন সময় উক্ত আয়াতের তথ্যের বিপরীত অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। প্রায়শঃ এইরূপ দেখা যায়, মোসলমান সুদের দ্বারা উন্নতি লাভ করিলেও অচিরেই তাহার ধ্বংস সাধিত হয়।

সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে এই ধরণের যুক্তি ও কারণ উল্লেখ করা হইলে তাহা উপেক্ষা করা হইবে না বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ রূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নতুবা শয়তানের ধোকায় পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অধিক। প্রথম এই যে, মানবীয় জ্ঞান ও মানব মস্তিষ্কের চিন্তার চাষ দ্বারা সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে যেসব যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক কারণ রচিত হয় বা হইতে পারে, সুদ হারাম হওয়ার সমুদয় বাস্তবিক কারণ ও হেতু উহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ—এরূপ ধারণা কখনও অন্তরে স্থান দিবে না। শয়তান এরূপ ধারণায় পতিত করার জন্য নিশ্চয় চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহার ফাঁদে কখনও পড়িবে না। বরং দৃঢ়ভাবে এই কথা মনে গাঁথিয়া রাখিবে যে, ঐ সব যুক্তির কারণ ও হেতু ব্যতীত আরও কারণ আছে, যাহা আলেমুল-গায়েব সর্বজ্ঞ, আলীম ও হাকীম—সর্বজ্ঞানী ও বিজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা প্রথম হইতেই জ্ঞাত ছিলেন যদ্দরুন তিনি স্বীয় বাণী ও প্রতিনিধির মারফৎ ভয়ঙ্কর উক্তি ও কঠোর ভাষায় সুদকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

এই বিষয়টি কোন বেখাপ্পা কথা নহে বরং বাস্তব সত্য। কারণ মানবের জ্ঞান-বিন্দু অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বলিয়াছেন, "শুধু বিন্দুবৎ জ্ঞানই তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে।" অতএব, আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে যে সব রহস্য, কারণ ও হেতু রহিয়াছে, আমাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান-বিন্দুতে সে সবের সঙ্কুলান হইতে পারে না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে তাহা এই যে, কোরআন-হাদীছে সুদ হারাম বলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর উহা শরীয়ত তথা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

দান-খয়রাতকে বর্দ্ধিত করার পরলৌকিক পর্য্যায়ের তথা ছওয়াব বর্দ্ধিত করার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত অনেক অনেক আয়াতে ও হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে, যথা—পবিত্র কোরআন ৩ পারা ৪ রুকুতে আছে, একটি ধান বা গমের বীজ হইতে এক গুচ্ছ ধান বা গম গাছ জন্মে যাহার মধ্যে কতকগুলি ছড়া হয়, এক এক ছড়ায় শত শত ধান বা গম হয় এইরূপে এক একটি বস্তু দান-খয়রাত করাতে বহু বহু ছওয়াব লাভ হইবে। একাধিক হাদীছে এরূপও বর্ণিত আছে যে, এক একটি খোরমা দান করায় আখেরাতে পাহাড় তুল্য ছওয়াব লাভ হইবে।

একটি আইনরূপে গণ্য রহিয়াছে। এমতাবস্থায় কোন যুক্তি বা বিশ্লেষণের দ্বারা ঐ আইনকে বিকৃত বা খণ্ডন করার অধিকার কাহারও নাই। ইহা একটি ন্যায় সঙ্গত যুক্তিযুক্ত অনস্বীকার্য্য শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা। উদাহরণ স্বরূপ যেমন—হয়ত রেলওয়ে কোম্পানী আইন করিয়া দিয়াছে যে, প্রত্যেক যাত্রী পঁচিশ সের ওজনের আসবাবপত্র নিজ সঙ্গে বিনা ভাড়ায় বহন করিতে পারিবে। কোন কাবুলি ব্যক্তি যদি এক-দেড় মণ ওজনের আসবাবপত্র সঙ্গে বহন করতঃ টিকেট মাষ্টারের সঙ্গে এইরূপ যুক্তির অবতারণা করে যে, পঁচিশ সেরের আইন বাঙ্গালী লোকদের জন্য করা হইয়াছে, যেহেতু তাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল—সাধারণতঃ পঁচিশ সেরের অধিক তাহারা নিজে বহন করিতে সক্ষম হয় না; তাই রেলওয়ের আইনে এই পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। আমরা কাবুলী অতি শক্তিশালী—আমরা সাধারণতঃ নিজে এক দেড় মণ বহন করিতে সক্ষম; তাই আমাদের জন্য অধিক সুযোগ হওয়াই বাঞ্ছনীয়; এমতাবস্থায় কাবুলি ব্যক্তির এইরূপ যুক্তির দ্বারা কি কোম্পানীর আইন বদলিয়া যাইবে? তাহা কখনও সম্ভব নহে।

সুদকে হারাম ও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে বর্তমান যুগের ব্যাঙ্কিং (Banking) ব্যবস্থা বিশেষরূপে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়।

যদিও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা; কিন্তু অমোসলেম জাতি কর্তৃক উহা প্রণীত হওয়ায় উহা সুদের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিতে ইচ্ছুক নহি, কিন্তু যাহারা এরূপ বলিতে চায় যে, সুদ ব্যবস্থা ব্যতীত ব্যাঙ্ক চলিতে পারে না—তথা ইসলামী আইন ও বিধানে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা পরিচালনার কোনও সুনির্দিষ্ট পন্থা নাই; আমরা কঠোর ভাষায় তাহাদের এই ভুল ধারণার বিরোধীতা করিব এবং এই ধারণাকে ভিত্তিহীন ও অজ্ঞতা প্রসূত আখ্যায়িত করিব।

অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামে এমন এমন ব্যবস্থাও রহিয়াছে যে ব্যবস্থায় ও পন্থায় উন্নত ধরণের এবং অধিক কল্যাণমূলক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত করা যায়। বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করা হইয়াছে। আনন্দের বিষয়—আমরা তথায় যে ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছি উহার বিস্তারিত বিবরণ একটি পুস্তিকা আকারে দেখিতে পাইলাম। মিশরীয় এরাবিক ব্যাঙ্কের জনৈক অভিজ্ঞ কর্মচারী "আলীউল-আউজী" কর্তৃক আরবী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ ঐ পুস্তিকায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মূল প্রবন্ধটি মিশরীয় আরবী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রঃ) কর্তৃক অনূদিত হইয়া বিগত ২৪।৪।৬০ বাংলা তারিখের "দৈনিক আজাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমানে ত বাংলাদেশে ও আরবদেশ সমূহে এবং পাকিস্তানে ইসলামী ব্যাঙ্কই উন্নত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ইহজগতেও দান-খয়রাতের দ্বারা বরকত, মঙ্গল ও ধনে-জনে উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। অনেক সময় সেইরূপ উন্নতি দেখা যায় না, কিন্তু দান-খয়রাতের দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যতের অনেক বিপদ-আপদ কাটিয়া যায়।

সুদখোরের শাস্তি সম্পর্কে ৭২১ নং হাদীছের অংশবিশেষ লক্ষণীয়।

সুদ দাতা ও গ্রহীতা এবং সুদের সাক্ষী ও লিখক প্রত্যেকেই গোণাহের ভাগী

১০৭২। হাদীছ :— عن عون بن ابى جحيفة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَأَيْتُ اَبِى اشْتَرٰى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْاَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ

وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَاٰكِلَ الرِّبٰو وَمُوْكِلَهٗ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ۔

অর্থ—আবু জোহায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতাকে দেখিলাম, তিনি একটি ক্রীতদাস ক্রয় করিয়া আনিলেন। ক্রীতদাসটির রক্তমোক্ষণ (সিঙ্গা লাগান) কার্য্যে দক্ষতা ছিল, (তাহার নিকট সেই কার্য্যের যন্ত্রপাতিও ছিল। আমার পিতা সেই সব যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।) আমি আমার পিতাকে ঐসব ভাঙ্গিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিম্নে বর্ণিত তিন প্রকারের অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ করিয়াছেন—(১) রক্তমোক্ষণ কার্য্য দ্বারা অর্থ উপার্জন করা। (২) কুকুর বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ উপার্জন করা। ক্রীতদাসীকে ব্যাভিচারে লিপ্ত করিয়া অর্থ উপার্জন করা। এতদ্ভিন্ন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণের প্রতি লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন—(১) যে ব্যক্তি মানুষের শরীরে সুচী বিদ্ধ করিয়া চিত্র অঙ্কনের কার্য্য ও ব্যবসা করে। (২) যে ব্যক্তি স্বীয় শরীরে ঐ চিত্র-অঙ্কন গ্রহণ করে। (৩) যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করে। (৪) যে ব্যক্তি সুদ প্রদান করে। এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছবি প্রস্তুতকারীর প্রতি লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা :—রক্তমোক্ষণ কার্য্য তথা সিঙ্গা লাগান একটি অতিশয় নিম্নস্তরের এবং ঘৃণিত কার্য্য। অন্য ব্যক্তির শরীরের বদ-রক্ত মুখে টানিয়া বাহির করা—যাহা চোখে দেখিলেও অতিশয় ঘৃণার উদ্রেক হয়। মোসলমান পাক পবিত্র ও সম্মানিত জাতি, তাহাদের জন্য এরূপ ব্যবসা অবলম্বন করা উচিৎ নহে।

কুকুর ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি একটি বিশেষ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে।

এই হাদীছের মধ্যে আরও একটি বিশেষ মছআলাহ্ বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমান যুগেও অনেককে এরূপ করিতে দেখা যায় যে, হাতের উপর বা শরীরের নানা স্থানে এক প্রকার সূঁচযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে চামড়া চিরিয়া স্বীয় নাম বা অন্য কিছু অঙ্কন করে বা জীব-জন্তু, লতা-পাতার ছবি আঁকিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজ শরীরে ইহা গ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি এই কার্য্য ও ব্যবসা করিয়া থাকে, উভয়ের প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন।

সুদের ব্যাপারে এই হাদীছে দাতা ও গ্রহীতার প্রতি লা'নত ও অভিশাপ উল্লেখ হইয়াছে, মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের সাক্ষী এবং সুদের দলিল লিখক ইত্যাদি সকলের প্রতি লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন।

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কসম খাওয়া

১০৭৩। হাদীছ ঃ—আবদুল্লা ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার বিক্রয়-বস্তু বাজারে উপস্থিত করিল; অন্য এক মোসলমান ব্যক্তি উহা ক্রয় করার জন্য আসিল; তখন বিক্রেতা তাহাকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কসম খাইয়া বলিল, আমার এই বস্তুটির এত মূল্য বলা হইয়াছে—অথচ উহার ঐ মূল্য বলা হয় নাই। তখন ঐরূপ মিথ্যা কসম খাওয়ার বিষময় ফল বর্ণিত হইয়া এই আয়াতটি নাযেল হয়—

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ..... وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থ—যাহারা (মিছামিছি) আল্লার নিকট ঠেকা থাকিবে বলিয়া এবং আল্লার নামের কসম খাইয়া দুনিয়ার সামান্য ধন অর্জন করিবে, আখেরাতে তাহাদের ভাগ্যে কিছুই জুটিবে না এবং আল্লার রহমতের বাণী, রহমতের দৃষ্টি তাহারা পাইবে না এবং আল্লাহ তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না। (অর্থাৎ তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না) এবং তাহাদের জন্য ভীষণ যাতনাদায়ক আজাব প্রস্তুত রহিয়াছে। (৩ পাঃ ৬ রুঃ)

১০৭৪। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মিথ্যা কসম বিক্রয়-বস্তুকে চালু করিয়া দেয় বটে, কিন্তু (ধন-দৌলত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের) বরকত ও উন্নতি মুছিয়া ফেলে।

মছআলাহ ঃ—ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যা কসম খাওয়া মস্ত বড় গোনাহ ত আছেই, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সত্য কসম খাওয়াও মকরূহ। (ফতহুল বারী)

দোষী বস্তু ক্রয় করিয়া ক্রেতা যদি উহা রাখায় সম্মত হয় তবে রাখিতে পারে

১০৭৫। হাদীছ ঃ—আমর ইবনে দীনার (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের এখানে এক ব্যক্তি ছিল "নাওয়াছ" নামের। তাহার একটি উট ছিল সদা-তৃষ্ণা রোগগ্রস্ত (যে রোগকে সংক্রামক ও ছোঁয়াচে গণ্য করা হয়)। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ উটটি উক্ত ব্যক্তির অংশীদারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে ঐ ব্যক্তি অংশীদারের নিকট আসিল এবং সেই উটটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। অংশীদার বলিল, উহা বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছি; সে জিজ্ঞাসা করিল, কাহার নিকট বিক্রি করিয়াছ? অংশীদার ক্রেতা ব্যক্তির আকৃতি বর্ণনা করিলে সে বলিল, তোমার সর্বনাশ! তিনি ত ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)। তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার অংশীদার সদা-তৃষ্ণা রোগগ্রস্ত একটি উট আপনার নিকট বিক্রি করিয়াছে; সে আপনাকে চিনিতে পারে নাই। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তা হইলে উটটি তুমি ফেরত নিয়া যাও! ঐ ব্যক্তি যখন উটটি ফেরত লইয়া রওয়ানা হইল তখন তিনি বলিলেন, উটটি থাকিতে দাও। আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার উপর আস্থা স্থাপন করিলাম। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যধি ছোঁয়াচে ও সংক্রামক নাই।

রক্তমোক্ষণ ব্যবসা করা

১০৭৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু-তায়বাহ্ (নামক এক গোলাম পেশাদারী রক্তমোক্ষণকার) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রক্তমোক্ষণ করিয়াছিল। হযরত (দঃ) তাহাকে এক ধামা খোরমা দেওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন এবং তাহার মালিককে সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহার উপর উপার্জনের বোঝা কিছু কম করিতে।

১০৭৭। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রক্তমোক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং রক্তমোক্ষণকারকে তাহার পারিশ্রমিক দিয়াছেন। যদি সেই কাজের পারিশ্রমিক হারাম হইত তবে হযরত (দঃ) উহা দিতেন না।

খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা

১০৭৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে দেখিয়াছি, যাহারা বাজার-বন্দর হইতে অগ্রসর হইয়া এবং বাহিরে যাইয়া আমদানীকারকদের নিকট হইতে লট বা সমষ্টি হিসাবে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া নেওয়ার ব্যবস্থা করিত নবী (দঃ) তাহাদের প্রতি লোক পাঠাইয়া দিতেন—যাহারা

তাহাদিগকে বাধা দান করিত, তাহারা যেন তাহাদের ক্রয়-বস্তু ক্রয়-স্থল হইতে বহন করতঃ বাজার-বন্দরে ঐ বস্তুর বিক্রয়কেন্দ্রে তাহাদের প্রকাশ্য দোকানে উপস্থিত না করিয়া ক্রয়স্থলেই বিক্রয় না করে। এমনকি এই বাধা-নিষেধের ব্যতিক্রম করিলে তাহাদের প্রতি বেত্রদণ্ডের শাস্তিও প্রয়োগ করা হইত। (হাদীছটি ২৮৬ পৃষ্ঠায় এবং ২৮৯ পৃষ্ঠায় দুইবার উল্লেখিত হইয়াছে, সমষ্টির অনুবাদ হইল)।

ব্যাখ্যা ঃ—দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা মানুষের কষ্ট হউক, ইহা প্রতিরোধের প্রতি শরীয়তে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। জনসাধারণের কষ্টের এই যাঁতাকল সাধারণতঃ দুইটি কারণে অতি সহজে সৃষ্টি হইয়া থাকে। এক হইল—পুঁজিপতিগণ কর্তৃক পণ্যদ্রব্য গোপন ও গুদামজাত করতঃ বাজার-বন্দরের সাধারণ বিক্রয় কেন্দ্রে ও প্রকাশ্য দোকানে পণ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার দ্বারা। আর এক হইল—সাধারণ বিক্রয় কেন্দ্রে সাধারণ দোকানদার ও সাধারণ বিক্রেতাদের নিকট পণ্য দ্রব্য পৌছিবার পূর্বেই পুঁজিপতিগণ কর্তৃক পণ্যের সমষ্টি হস্তগত করার দ্বারা। কারণ, এই পন্থায় জনসাধারণের নিকট পণ্যদ্রব্য পৌছিতে অধিক হাত বদল হয়, ফলে অনিবার্য্যই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আলোচ্য হাদীছে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির উভয় পথে বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে। একে ত ক্রয়-স্থলে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ক্রয়স্থলে বিক্রয় না করিয়া তথা হইতে বহন করিতে হইলেই বিরাট ঝামেলা আসিয়া যায়; পুঁজিপতিগণ উহাকে ভয় করে। তাহারা ত চায় শুধু টাকার জোরে হাত বদলের মাধ্যমে সিংহ ভাগ লাভ লুটিয়া নিয়া আসা। টাকার জোরে শুধু মাত্র হাত-বদলের মাধ্যমে লাভ করার সুত্র বন্ধ করার জন্য সরাসরিভাবে হাদীছে নিশেধ করা হইয়াছে—পণ্যদ্রব্য সাধারণ বাজারে পৌছিবার পূর্বে অগ্রগামী হইয়া কেহ ক্রয় করিবে না। বিস্তারিত বিবরণ ১০৯৩ ও ১০৯৪ নং হাদীছের বর্ণনায় আসিতেছে।

আর এক হইল—ক্রয়কৃত পণ্য সাধারণ বাজারে প্রকাশ্যে দোকানে উপস্থিত করিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলেই আর গুদামজাত ও পণ্যদ্রব্যের গোপন ভাণ্ডার সৃষ্টির সুযোগ থাকিবে না যদ্দারা কৃত্রিম অভাবের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সর্বপ্রধান কারণ—এই গুদামজাত করার এবং গোপন ভাণ্ডারে পণ্য জমা রাখার বিরুদ্ধে বিভিন্ন হাদীছে অনেক কঠোর বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। যথা—

১। পণ্যদ্রব্য গুদামজাত যে-ই করিবে সে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে।

২। যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করিয়া মোসলমানদিগকে কষ্টে ফেলিবে, পরিণামে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কুষ্ঠরোগে এবং দারিদ্রে পতিত করিবেন।

৩। যে ব্যক্তি পণ্য আমদানী করিয়া লোকদের অভাব মিটায় সে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিবে, আর যে পণ্য গুদামজাত করে তাহার প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হইবে।

৪। যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিন গুদামজাত করিয়া রাখিবে তাহার সম্পর্ক আল্লাহ হইতে এবং আল্লার সম্পর্ক তাহার হইতে ছিন্ন হইয়া যাইবে।

৫। যে ব্যক্তি পণ্য গুদামজাত করিবে এই উদ্দেশ্যে যে, জনসাধারণ মোসলমানকে এই সুত্রে মুল্য বৃদ্ধির ফাঁদে ফেলিবে সে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। (ফতহুল বারী ৪—২৭৭)

প্রকাশ থাকে যে, মুল্য বৃদ্ধির ফাঁদরূপে পণ্য গুদামজাত করণ হারাম এবং উহা সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীছ সমূহে কঠোর বাণী রহিয়াছে। যেমন—উল্লিখিত ২ ও ৫ নং হাদীছে উহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে স্বাভাবিক ব্যবসারূপে পণ্য গুদামজাত করিলে এবং অভাব দেখা দিলে সাধারণ লাভে বাজারে পণ্য ছাড়িয়া দিলে সে ক্ষেত্রে কোন দোষ নাই।

ক্রয় বা বিক্রয় নাকচ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ

মছআলাহ ঃ—ক্রেতা বা বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্তের মধ্যে এবং পরেও এক পক্ষ অপর পক্ষের অনুমতিক্রমে স্বীয় চুক্তি তথা ক্রয় বা বিক্রয় নাকচ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিতে পারে। যথা—এরূপ বলিতে পারে যে, তিন দিন পর্য্যন্ত ক্রয় বা বিক্রয় ভঙ্গ করার অধিকার আমার থাকিবে। এই ক্ষেত্রে অধিকার সংরক্ষণকারী পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়াই ক্রয় বা বিক্রয় নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ভঙ্গ করিয়া দিতে পারে। ইহাকে পরিভাষায় খেয়ারে-শর্ত বলা হয়।

১০৭৯। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِىْ بَيْعِهِمَا

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْيَكُوْنَ الْبَيْعُ خِيَارًا.........

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে যাবৎ ক্রয়-বিক্রয় পুর্ণরূপে সাব্যস্ত না করে তাবৎ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন না করার অধিকার উভয় পক্ষেরই থাকে। (কিন্তু উভয় পক্ষ কর্ত্তৃক ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া ফেলার পর উভয়ের আদান-প্রদান বাধ্যতামূলক হইয়া যায়।) অবশ্য চুক্তি নাকচ করার ক্ষমতা সংরক্ষণের সহিত ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হইয়া থাকিলে—(সে ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়ার পরও বাধ্যতামূলক হয় না; ক্ষমতা সংরক্ষণকারী চুক্তি ভঙ্গ করিয়া দিতে পারে।)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কোন বস্তু ক্রয় করিতে উহা তাঁহার মনঃপুত হইলে যথা-সত্ত্বর বিক্রেতার সহিত কথা সম্পূর্ণ রূপে সাব্যস্ত করিয়া চলিয়া আসিতেন। (২৮৩ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আলোচ্য হাদীছটির অন্য আর এক ব্যাখ্যাও করা হয়, বিস্তারিত বিবরণ ১০৭০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

"খেয়ারে-শর্ত" বা চুক্তি নাকচের ক্ষমতা সংরক্ষণ সম্পর্কে অনেক মছআলাই ফেকা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। বোখারী (রঃ) এখানে দুইটি মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন—

● চুক্তি ভঙ্গের ক্ষমতা সংরক্ষণ কত দিন মেয়াদের হইতে পারে?

এই ব্যাপারে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু প্রচলন ও ফৎওয়া ইহাই যে, উভয়ের মধ্যে যতদিনের মেয়াদ নির্দ্ধারিত হইবে ততদিন সেই ক্ষমতা থাকিবে। অবশ্য সর্বদার জন্য ঐরূপ রাখিলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিই অশুদ্ধ হইবে। (আলমগীরী, ৩—৩৫)

● যদি নির্দ্ধারিত কোন মেয়াদের উল্লেখ না করিয়া চুক্তিভঙ্গের ক্ষমতা রাখে তবে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে কি?

উত্তর :—ঐ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত বলিয়া পরিগণিত হইবে না, (ফলে যে কোন পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ব্যাতিরেকেই উক্ত ক্রয়-বিক্রয় নাকচ করিয়া দিতে পারে।) অবশ্য যাহার পক্ষে ক্ষমতা সংরক্ষিত ছিল সে যদি উক্ত ক্ষমতা পরিত্যাগ করে কিম্বা সে ক্রয় বস্তুর ব্যাপারে এমন কোন কাজ করে যাহা ক্রয়-চুক্তি গ্রহণ করা বুঝায় বা চুক্তি ভঙ্গের পূর্বে সে মরিয়া যায় তবে সে ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত বলিয়া গণ্য হইবে। (আলমগীরী, ৩—৫৩)

ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্তের বৈঠকেই কোন পক্ষ তাহার কথা হইতে ফিরিয়া যাইতে চাহিলে সেই অধিকার তাহার থাকিবে

উল্লেখিত ১০৭৯ নং হাদীছের এক অর্থ এই মছআলাহ বর্ণনায়ই করা হইয়া থাকে এবং সেই সূত্রে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং বিশিষ্ট কতিপয় তাবেয়ী ও ইমাম শাফেয়ী (রঃ) উক্ত অধিকারকে বাধ্যতামূলক বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষই অপর পক্ষের অসম্মতি ক্ষেত্রেও উক্ত অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে। অবশ্য বিক্রয় সম্পাদনের পর যদি এক পক্ষ অপর পক্ষকে বলে, "সম্মতি দিন" অপর পক্ষ বলিল, "সম্মতি দিলাম" ইহার পর আর ঐ অধিকার থাকে না। পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মূল আলোচ্য অধিকারকে সৌজন্যমূলক বলিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আমাদের দেশে এই ব্যাপারে বিশেষতঃ ক্রেতা ফিরিয়া গেলে অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হইয়া থাকে; ইহা অতি জঘন্য।

যে জিনিষ এখনও হস্তগত হয় নাই উহা বিক্রি করা নিষেধ

১০৮০। হাদীছ ঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّبَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهٗ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন খাদ্যবস্তু স্বীয় হস্তাধীনে ও আয়ত্তে আনিবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

১০৮১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেহ কোন খাদ্যবস্তু ক্রয় করিলে বিক্রেতার নিকট হইতে উহা উসুল করিয়া লওয়ার পূর্বে বিক্রি করিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের মূল উদ্দেশ্য একটি প্রসিদ্ধ মছআলাহ। মছআলাটি এই—এমন কোন বস্তু যাহা এখনও তোমার হস্তাধীন ও নিজ আয়ত্তে আসে নাই উহার বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না। এমনকি তুমি এক মণ চাউল বা একটি গাভী বা এক খান কাপড় ক্রয় করিয়াছ এবং উহার মূল্যও পরিশোধ করিয়াছ, কিন্তু বিক্রেতা এখনও উহা তোমাকে অর্পণ করে নাই এবং তুমি এখনও উহা গ্রহণ কর নাই; এমতাবস্থায় তোমার জন্য উহা বিক্রয় করা দুরুস্ত হইবে না।

মূল হাদীছের মধ্যে খাদ্য বস্তুর উল্লেখ থাকিলেও উক্ত মছআলাটি খাদ্যবস্তু এবং অন্য সকল প্রকার বস্তুর ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

কোন বস্তু ক্রয় করিলে উহা উসুল করা ও হস্তগত করার যে সঙ্কীর্ণ অর্থ সাধারণতঃ বুঝা যায় যে, উহা স্বীয় মুষ্টিবদ্ধ করা—এক্ষেত্রে উহা উদ্দেশ্য নহে। এক্ষেত্রে হস্তগত ও উসুল করার অতি প্রশস্ত অর্থ উদ্দেশ্য; যাহার বিস্তারিত বিবরণ ফেকা শাস্ত্রে রহিয়াছে। বিশেষতঃ প্রত্যেক জিনিষের—যেমন, বাড়ী-ঘর আর গরু ঘোড়া ইত্যাদি হস্তগত করার আকার বিভিন্ন। নিম্নে কতিপয় মছআলার উদ্ধৃতি দেওয়া হইল যদ্বারা হস্তগত করার অর্থের প্রশস্ততা অনুমিত হয়; যথা—

● কোন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করার পর বিক্রেতা উক্ত বস্তুকে ক্রেতার হস্তগত করার জন্য মুক্ত করিয়া ও বলিয়া দিলেই সর্বসম্মতরূপে উহা হস্তগত বলিয়া গণ্য হইবে। এমনকি যদি এমতাবস্থায় ঐ পণ্যবস্তু বিক্রেতার ঘরেই থাকে তবুও উহা হস্তগতই গণ্য হইবে (আলমগীরী, ৩—২২)। ● একটি পাখী বিক্রেতার দীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত গৃহে উড়ন্ত অবস্থায় রহিয়াছে কিন্তু ঘর আবদ্ধ; দরওয়াজা না খুলিলে উহা বাহির হইতে পারে না; এমতাবস্থায় ক্রেতাকে উহা ধরিয়া নেওয়ার অনুমতি দিয়া দিলেও সে ক্ষেত্রে উহা

হস্তগত বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য ঘরের দরওয়াজা বাতাসে খুলিয়া যাওয়ায় পাখী বাহির হইয়া গেলে ক্রেতার মূল্য দিতে হইবে না। ক্রেতা কর্তৃক দরওয়াজা খোলার কারণে পাখী বাহির হইলে তাহাকে অবশ্যই মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে (আলমগীরী, ৩—২৪)। নির্দ্ধারিত পরিমাণ পণ্য ক্রয় সাব্যস্ত করিয়া ক্রেতা বস্তা বা পাত্র দিয়াছে, বিক্রেতা সেই বস্তায় বা পাত্রে উক্ত পণ্য রাখিলেই সেক্ষেত্রে হস্তগত করা সাব্যস্ত হইবে। এমনকি ক্রেতার অসাক্ষাতে রাখিলে সে ক্ষেত্রেও হস্তগত করা গণ্য হইবে (ঐ ২৫ পৃঃ)। গুদামে রক্ষিত পণ্য বিক্রয় করিয়া ক্রেতার হস্তে গুদামের চাবি অর্পণ পূর্বক পণ্য নেওয়ার অনুমতি দিলেই সেক্ষেত্রে হস্তগত করা গণ্য হইবে, এমনকি এখনও উহা মাপিয়া ওজন না করিয়া থাকিলেও ঐ ক্ষেত্রে শুধু চাবি গ্রহণ করাই হস্তগত করা গণ্য হইবে। (ঐ ২২ পৃঃ) ● মাঠে চরা অবস্থায় একটি গরু বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া ক্রেতাকে গরু দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ আপনার গরু, নিয়া যান; ইহাতেই হস্তগত করা সাব্যস্ত হইবে (শামী ৪—৫৮)। অবশ্য উহা নিকটে না থাকায় উহা পর্যন্ত পৌছিতে সম্ভব হওয়ার পূর্বেই যদি উহা বিনষ্ট হইয়া যায় তবে ক্রেতার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে না (আলমগীরী, ৩—২৫)।

একজনের পক্ষ হইতে ক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন অন্য জনের কথা বলা নিষিদ্ধ

১০৮২। হাদীছঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক মোসলমান ভাইয়ের পক্ষ হইতে ক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন অন্য কেহ কথা চালাইবে না—ঐরূপ করা জায়েয নয়।

১০৮৩। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلَا تَسْاَلُ الْمَرْاَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَكْفَاَ مَا فِىْ اِنَائِهَا -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—(১) গ্রাম্য ব্যক্তিগণ খাদ্যবস্তু তরিতরকারী ইত্যাদি শহরে বিক্রয় করার জন্য নিয়া আসিলে শহরস্থিত দোকানদারগণ

বাজার দর উচু রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের হস্তে ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিদের চিজ-বস্তু বিক্রয় করিতে চায়, ইহা নিষিদ্ধ। (২) প্রকৃত ক্রেতাদেরে প্রতারণার উদ্দেশ্যে ক্রেতা সাজিয়া পণ্যের মূল্য অধিক বলা (যেন প্রকৃত ক্রেতা এই ভাবিয়া যে, বিক্রেতা যখন এই পরিমাণ মূল্যে সম্মত হয় না তখন আমি আরও কিছু বেশী মূল্য বলি—প্রকারূপে প্রতারিত হইয়া ক্রেতা অধিক মূল্য বলিয়া বসে এবং বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া যায়; এরূপ অসদুপায় অবলম্বন করা) নিষিদ্ধ। (বর্তমানে শহরে-বন্দরে অসাধু দোকানদারগণ এই উদ্দেশ্যে স্বীয় সাঙ্গ-পাঙ্গ জোটাইয়া রাখে; এরূপ কার্য্য হারাম, শরীয়তী আইনে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানের ও শায়েস্তা করার বিধান আছে)। (৩) কোন মোসলমান ভ্রাতা কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন সেই স্থানে অন্য কাহারও ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলা নিষিদ্ধ। (৪) কোন মোসলমান ভ্রাতা কর্তৃক কোথাও বিবাহের কথাবার্তা চলাকালীন সেই স্থানে অন্য কাহারও বিবাহের প্রস্তাব দান করা নিষিদ্ধ। (৫) স্বামীর সর্বস্ব একা ভোগ করার অভিলাসে এক স্ত্রী বা ভাবী স্ত্রী কর্তৃক অন্য স্ত্রীর তালাক দাবী করা নিষিদ্ধ।

নিলাম প্রথায় বিক্রয় করা

১০৮৪। **হাদীছ**ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তির একটি ক্রীতদাস ছিল; (সেই ব্যক্তি অত্যধিক দরিদ্র হওয়া সত্বেও) তাহার মৃত্যুর পর ক্রীতদাসটি আজাদ হইয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ করিল। অতঃপর সে অত্যন্ত দুরবস্থায় ও দুর্দশায় পতিত হইল। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বীয় বিশেষ অধিকার বলে তাহার ঐ কথা রদ করতঃ) সেই ক্রীতদাসটিকে বিক্রয় করার জন্য (নিলাম প্রথায়) বলিলেন—আমার নিকট হইতে এই ক্রীতদাসটিকে কে ক্রয় করিবে? তখন নোয়াইম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) উহাকে ক্রয় করিলেন, নবী (দঃ) ক্রীতদাসটিকে তাহার নিকট অর্পণ করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—আলোচ্য বিষয়ে আরও অধিক স্পষ্ট হাদীছ বর্ণিত আছে—আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসী একজন ছাহাবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা চাহিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঘরে কোন বস্তু নাই কি? সে উত্তর করিল (মেষ, ছাগল ইত্যাদির লোম দ্বারা বুনান) একটা মোটা চাদর আছে, (শীতকালে) আমি উহার এক অংশ গায়ে দেই আর এক অংশ বিছাইয়া থাকি এবং

---

* শরীয়তের পরিভাষায় এরূপ ঘোষণাযুক্ত ক্রীতদাসকে 'মোদাব্বার' বলা হয়। সাধারণ নিয়মে মছআলাহ এই যে, ঐরূপ ক্রীতদাসকে বিক্রয় করা চলে না, বরং মনিবের মৃত্যুর পর সে মুক্ত ও আজাদ হইয়া যায়। আলোচ্য ঘটনায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার বিশেষ অধিকার বলে তাহা বাতিল করিয়া উহা বিক্রয় করিয়াছিলেন।

একটি বাটি আছে যাহাতে পানি পান করিয়া থাকি। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, ঐ বস্তুদ্বয় আমার নিকট উপস্থিত কর। ছাহাবী তাহাই করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বস্তুদ্বয়কে নিজ হস্তে লইয়া বলিলেন, আমার নিকট হইতে কে এই বস্তু দুইটি ক্রয় করিবে? এক ব্যক্তি আরজ করিল, আমি এই বস্তু দুইটিকে এক দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দ্বারা ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। নবী (দঃ) বলিলেন, এক দেরহামের অধিক দিতে পারে কে? এইরূপে দুই বা তিনবার বলার পর এক ব্যক্তি বলিল, আমি বস্তু দুইটিকে দুই দেরহামে ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বস্তু দুইটি তাহার নিকট বিক্রয় করিলেন এবং মুদ্রা দুইটি ঐ ভিক্ষা প্রার্থীর হাতে দিয়া বলিলেন, একটি দেরহাম দ্বারা কিছু খাদ্যবস্তু ক্রয় করিয়া পরিবারবর্গকে দিয়া আস, দ্বিতীয় দেরহাম দ্বারা একটি কুড়াল ক্রয় করিয়া নিয়া আস; ঐ ছাহাবী তাহাই করিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজ হস্তে কুড়ালটির হাতল লাগাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, কুড়ালটি নিয়া যাও এবং জঙ্গল হইতে জ্বালানি কাষ্ঠ কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় করিতে থাক। পনর দিন পর্যন্ত যেন আমি তোমাকে দেখিতে না পাই; (অনবরত তুমি এই কাজেই লিপ্ত থাকিবে।) সেই ছাহাবী তাহাই করিতে লাগিলেন, এমনকি তিনি দশটি মুদ্রা উপার্জন করিলেন, উহা হইতে কতেক মুদ্রার কাপড় এবং কতেক মুদ্রার খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিলেন, এই ব্যবস্থা তোমার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হইতে অতি উত্তম হইয়াছে। ভিক্ষাবৃত্তির দরুন কেয়ামতের দিন তোমার চেহারার উপর কাল দাগ ছাইয়া যাইত। স্মরণ রাখিও—তিন প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ভিক্ষা করা বৈধ ও দুরুস্ত নহে। (১) যে ব্যক্তি দরিদ্রতার দরুণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া দাঁড়াইবার শক্তিও হারাইয়া ফেলিয়াছে। (২) যে ব্যক্তি সর্বহারা হইয়া দেনার তাগাদায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। (৩) যে ব্যক্তি খুনের দায়ে পড়িয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিবার উপক্রম হইয়াছে। (জীবন-বিনিময় প্রদান করিয়া বাঁচিতে পারে, কিন্তু তাহার সেই সামর্থ নাই।)

(আবু দাউদ শরীফ)

ক্রেতাদিগকে ধোঁকা দেওয়া

১০৮৫। হাদীছঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن النجش

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রকৃত ক্রেতাদিগকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে নকল ক্রেতা সাজিয়া পণ্যের মূল্য উর্দ্ধে উঠানোর অসদুপায় অবলম্বন করাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

● ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বলিয়াছেন, ঐরূপ অসদুপায় অবলম্বনকারী সুদখোর তুল্য, অসৎ, ভণ্ড, প্রতারক এবং ঐ কার্য্য হারাম পরিগণিত, জঘন্য ধোঁকা ও প্রতারণা, (এরূপ প্রতারকদের প্রতি আল্লার লা'নৎ ও অভিশাপ)। নবী (দঃ) বলিয়াছেন, প্রতারণার প্রতিফল দোযখের শাস্তি ভোগ করা।

● যে ব্যক্তি স্বীয় পণ্যদ্রব্যের খরিদ-মূল্য মিথ্যারূপে অধিক প্রকাশ করিয়া থাকে সেও উল্লিখিত প্রতারক রূপের অপরাধী, পাপী ও অভিশপ্ত।

যেই বস্তু এখনও অস্তিত্বহীন উহা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ

১০৮৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, কোন পশুর বাছুরের বাছুর বিক্রি করাকে রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আরব দেশে অন্ধকার-যুগে এরূপ প্রথা ছিল যে, কাহারও কোন ঘোড়া বা উষ্ট্র ইত্যাদি পশু উত্তম জাতের হইলে উহার প্রতি অধিক লোকের আগ্রহ থাকায় উহার বাছুর বরং বাছুরের বাছুর পর্য্যন্ত জন্ম লাভের বহু পূর্বেই বিক্রি হইয়া থাকিত। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

কোন বস্তুকে বিক্রি করিয়া উহা ক্রেতার নিকট অর্পণের দিন-তারিখ এরূপে নির্দ্ধারণ করা, যাহাতে সঠিকরূপে উহা নির্দিষ্ট হয় না, সেইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ পরিগণিত। যেরূপ অন্ধকার যুগের প্রথা ছিল, কোন ব্যক্তি স্বীয় উষ্ট্র বিক্রি করিত, কিন্তু উহা ক্রেতার নিকট অর্পণ করার দিন-তারিখ এইরূপে নির্দ্ধারণ করিত যে, যখন ইহার বাচ্চা জন্মলাভ করিবে বাছুরের বাছুর জন্মলাভ করিবে তখন ইহাকে তোমার নিকট অর্পণ করা হইবে এরূপ ক্রয় বিক্রয়ও নিষিদ্ধ ও অশুদ্ধ।

যেইটাকে স্পর্শ করিবে সেইটা বিক্রয় সাব্যস্ত হইবে—এই প্রথা নিষিদ্ধ

১০৮৭। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, ক্রয় বস্তু না দেখিয়া কঙ্কর, কাঠি ইত্যাদি নিক্ষেপ করিয়া কাঠি যেইটার উপর পড়িবে সেইটা বিক্রি সাব্যস্ত করা অথবা ক্রেতা কর্তৃক ক্রয়-বস্তু স্পর্শ করাকেই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা, এমনকি ঐ বস্তুকে দেখিয়া উহার দোষ-ত্রুটি বিবেচনা করতঃ সম্মতি-অসম্মতির সুযোগ প্রদান না করা—এরূপ ক্রয়-বিক্রয়কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ক্রয়-বিক্রয়ের শুদ্ধতার প্রধান বিষয় হইতেছে—দোষ-ত্রুটির বিচার করতঃ উভয়ের সম্মতি দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠীত হওয়া। এই বিষয়ের ব্যতিক্রম হইলে সেই আদান-প্রদান জুয়া পরিগণিত। কারণ জুয়া প্রথাই এরূপ যে, উহাতে উভয়ের সম্মতির বা বিবেচনার ধার ধারা হয় না, শুধু বাজি ধরা হয়। যেমন—যে বস্তুর উপর ক্রেতার

হাত লাগিয়া গেল উহারই বিক্রয় তাহার সঙ্গে সাব্যস্ত হইয়া গেল বা ক্রয় বস্তুর উপর যাহার নিক্ষিপ্ত বস্তু পতিত হইল তাহারই সঙ্গে উহার বিক্রয় সাব্যস্ত হইল ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যবস্থা—যেখানে উভয় পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট বস্তুর উপর বিচার-বিবেচনার পর সম্মতি স্থাপনের ধার ধারা হয় না; এরূপ ব্যবস্থাসমূহ জুয়া প্রথার অন্তর্ভুক্ত নিষিদ্ধ ও অশুদ্ধ।

গরু ছাগল বিক্রির পূর্বে ওলান বড় দেখাইবার উদ্দেশ্যে ওলানে দুগ্ধ জমা রাখা

১০৮৮। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم لَا تَصُرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَاِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْتَلِبَهَا اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ وَاِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ۔

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোষণা করিয়াছেন—কোন ব্যক্তি স্বীয় উষ্ট্র বা ছাগলের (ওলান বড় দেখা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিক্রি করার পূর্বে দুই-চার দিন দুগ্ধ দোহন না করিয়া) দুগ্ধ জমা রাখিয়া প্রতারণা করিতে পারিবে না। (এরূপ প্রতারণার ফন্দি অবলম্বন করিয়া যদি কেহ ঐরূপ পশু বিক্রয় করে, তবে এরূপ অবস্থায় ক্রেতা উহা ক্রয় করার পরও এরূপ ক্ষমতার অধিকারী থাকিবে যে, দুগ্ধ দোহন করার পর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ইচ্ছা করিলে উহা রাখিতে পারিবে এবং ইচ্ছা করিলে ফেরত দিতে পারিবে। ফেরত দেওয়া অবস্থায় (ব্যবহৃত দুগ্ধের বিনিময়ে) চার সের পরিমাণ এক ধামা খোরমা প্রদান করিবে।

১০৮৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কৃত্রিম রূপের বড় ওলান দেখিয়া বকরি (ইত্যাদি পশু) ক্রয় করে অতঃপর উহা ফেরত দেয় তাহার কর্তব্য হইবে, বকরি ফেরত দেওয়া কালে চার সের পরিমাণ এক ধামা খোরমাও দেওয়া। নবী (দঃ) ইহাও নিষেধ করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি বাজারের বিক্রয় কেন্দ্র হইতে অগ্রগামী হইয়া কোন আগন্তুক পণ্য ক্রয় করিবে না।

গ্রাম্য ব্যক্তিদিগকে তাহাদের নিজ বস্তু শহরে বিক্রি করার সুযোগ প্রদান করা চাই

১০৯০। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, গ্রাম্য লোকগণ কর্তৃক শহরে আনীত চীজ-বস্তু স্বয়ং তাহাদিগকে বিক্রি করার সুযোগ প্রদান না করিয়া শহরস্থিত দোকানদারগণ কর্তৃক একচেটিয়া ভাবে উহা বিক্রি করার অধিকার স্থাপন করাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

১০৯১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে নিষেধ করা হইত—শহরী লোকেরা যেন গ্রাম্য লোকদের আনীত চীজ-বস্তু নিজেদের আয়ত্বে বিক্রি করার অপকৌশল না করে।

ব্যাখ্যা ঃ—সাধারণতঃ গ্রাম্য সরল লোকগণ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে তাহাদের কৃষিজাত চীজ-বস্তু বিক্রি করিয়া চলিয়া যায়, ইহাতে শহরস্থিত সর্বসাধারণ লাভবান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ঐ গ্রাম্য বিক্রেতাগণ তাহাদের চীজ-বস্তু শহরে ঢুকিয়া বিক্রি করিলে তাহারা বাজার দরে কিছু বেশী দাম পাইতে পারে। এমতাবস্থায় শহরস্থিত দোকানদারগণ এক-চেটিয়া ভাবে ঐ সব চীজ-বস্তুর বিক্রয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতঃ সর্বসাধারণকে কোণঠাসা করিয়া বাজার মূল্য উচু রাখার ফন্দি আটিতে চাহে বা গ্রাম্য লোকদিগকে শহরে নিজ হাতে পণ্য বিক্রি করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা পূর্বক প্রতারণা সূত্রে তাহাদিগকে ন্যায্য মূল্য হইতে ঠকাইতে চাহে—সেই সুযোগ দেওয়া হইবে না।

উল্লিখিত হাদীছের নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য্য ইহাই। নতুবা যদি সর্বসাধারণের অসুবিধার সৃষ্টি করা না হয় এবং গ্রাম্য বিক্রেতাগণকে প্রতারিত করা না হয়, বরং সাধারণরূপে শহরস্থিত ব্যবসায়ী গ্রাম্য লোকদের পণ্য বিক্রি করিয়া ন্যায্য ব্যবসা করিতে চায় তবে সে ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ নাই।

১০৯২। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অগ্রগামী হইয়া আমদানীকারকদের পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করিও না। গ্রাম্য ব্যক্তির পণ্য শহরের লোকই বিক্রি করিবে তাহাও করিও না। ইহার ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, গ্রাম্য ব্যক্তির পণ্য বিক্রয়ে শহরের মানুষ দালাল বা শোষণকারী সাজিবে না।

বিভিন্ন প্রান্তের লোক নিজেদের পণ্য শহরে উপস্থিত করিয়া বিক্রি করায় বাধার সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ

১০৯৩। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ

وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتّٰى يُهْبَطَ بِهَا اِلَى السُّوْقِ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একজনের পক্ষ হইতে একটি বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের কথা-বার্তা চলাকালীন আর একজন ঐ বস্তু ক্রয়ের প্রস্তাব করা নিষিদ্ধ এবং পণ্যদ্রব্য আমদানী হওয়া কালে বিক্রয় কেন্দ্র হইতে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয়-কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার অন্তরায় সৃষ্টি করতঃ সেস্থানেই উহা ক্রয় করিতে সচেষ্ট হওয়া নিষিদ্ধ। পণ্যদ্রব্য বাজার-বন্দরের বিক্রয় কেন্দ্রে উপস্থিত হইলে পর উহা ক্রয় করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রথম বাক্যটির তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় বাক্যটির মধ্যে যেই বিষয়টি নিষেধ করা হইয়াছে উহা নিষিদ্ধ হওয়ার দুইটি কারণ। প্রথমতঃ বিভিন্ন লোকগণ কর্তৃক বাজারে পণ্য আমদানী হইলে বিক্রেতা অধিক হওয়ায় বাজার মূল্য নিম্ন গতিতে থাকিবে যাহা সর্বসাধারণের জন্য লাভজনক। পক্ষান্তরে সমস্ত পণ্য মুষ্টিমেয় লোকদের হাতে আবদ্ধ হইলে সর্বসাধারণের সেই লাভের সুযোগ পণ্ড হইল, এমনকি পুঁজিপতিগণ কর্তৃক পণ্য গুদামজাত করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে কৃত্রিম অভাব ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করার জঘন্য সুযোগও এই পন্থায়ই হয়। দ্বিতীয়তঃ গ্রাম্য গরীব দুঃখী কৃষক-শ্রমিক ব্যক্তিগণ ঐরূপ ব্যবস্থায় প্রতারিত হইবে। কারণ, বাজারে না আসিতে পারায় তাহারা বাজার-মূল্য অবগত হওয়ার সুযোগ পাইবে না এবং ঐরূপ ক্রেতাগণ মিছামিছি বাজার মূল্যের ভাওতা দিয়া প্রতারণার ফন্দি আটিতেই সচেষ্ট থাকে।

১০৯৪। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, অগ্রগামী হইয়া আমদানীকারকদের পণ্য ক্রয় করা হইতে এবং গ্রাম্য লোকদের পণ্য শহরের লোকই বিক্রি করিবে—এরূপ ব্যবস্থা হইতে।

আলোচ্য বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ১০৯২ নং হাদীছে এবং আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণিত ১০৮৯ নং হাদীছেও উল্লেখ আছে।

মছআলাহ ঃ—উল্লিখিত ব্যবস্থায় যদি বস্তুতঃই বাজার-দর মিথ্যা বলিয়া আমদানী-কারকদেরে প্রতারিত করিয়া থাকে তবে সেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হইবে না; বিক্রেতার অধিকার থাকিবে উহা নাকচ করার।

মছআলাহ ঃ—উক্ত ব্যবস্থায় যদি একচেটিয়াভাবে পণ্য হস্তগত করিয়া বা গুদামজাত করিয়া মূল্যের উর্দ্ধগতি সৃষ্টির ইচ্ছা করা হয় বা উহাতে জনসাধারণের জীবন যাত্রায় সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি হয় তবে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হারাম হইবে এবং সরকার কর্তৃক ঐরূপ ক্রয়কে নাকচ করার শাস্তিমূলক বিধান প্রয়োগের অবকাশ আছে।

উল্লিখিত মিথ্যা ও অসদুপায়ের সহিত জড়িত না হইলে সে ক্ষেত্রে ঐরূপ ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু উহা পরিহার্য্য।

এক জাতীয় বস্তুদ্বয়ের বিনিময়ে সমতা ও উপস্থিত আদান-প্রদান আবশ্যক

১০৯৫। হাদীছঃ— قال عمر رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

অর্থ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ দ্বারা হইলে কথাবার্তার স্থলেই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের দেয় বস্তুর আদান-প্রদান করিতে হইবে, নতুবা সেই বিনিময় (হালাল ক্রয়-বিক্রয় গণ্য না হইয়া হারাম) সুদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব এবং খুরমার বিনিময়ে খুরমাও তদ্রূপই।

১০৯৬। হাদীছঃ— قال ابوبكرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ.

অর্থ—আবু বকরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময় স্থলে উভয় পক্ষে ওজনে পূর্ণ সমতা ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। তদ্রূপই রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়। অবশ্য স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ইচ্ছানুসারে ওজনের বেশ-কমে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে।

১০৯৭। হাদীছঃ— عن ابى سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

অর্থ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ উভয়ের সমতা ব্যতিরেকে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নহে, এক পক্ষের পরিমাণ অপর পক্ষের তুলনায় বেশ কম হইতে পারিবে না। রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়েও তদ্রূপই সমতা ব্যতিরেকে জায়েয নহে। স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়ে এক পক্ষ নগদ অপর পক্ষ বাকি—এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয নহে।

ব্যাখ্যা ঃ—স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, এর জন্য সমতা প্রয়োজন সেই বিষয়ে বোখারীর শরাহ্—ফতহুল বারী কিতাবে উল্লেখ আছে।

يدخل فى الذهب جميع اصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر- وحلى وتبر وخالص ومغشوش -

অর্থাৎ ভাল ও খারাব, কারুকার্য খচিত ও সাদা, আস্ত ও গুড়া, তৈরী অলঙ্কার ও চাকা এবং খাটী ও অখাটী কোন প্রকার গুণাগুণের ভেদাভেদে কম-বেশ করা যাইবে না; স্বর্ণে স্বর্ণে বিনিময় হইলে সমতা রক্ষা করিতেই হইবে।

যদি গুণের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয় তবে অন্য জাতীয় দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করিতে হইবে। রৌপ্যে রৌপ্যে বিনিময় হইলেও তদ্রূপই। এতদভিন্ন যে কোন এক জাতীয় বস্তুর মধ্যে বিনিময় করা হইলে সে স্থলে গুণাগুণের ভেদাভেদের কারণে বেশ-কম করা চলিবে না। গুণের তারতম্য করিতে হইলে ভিন্ন জাতীয় বস্তুর সঙ্গে বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শরীয়তের আইন ও বিধান ইহাই।

মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কোন এক ছাহাবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অতি উত্তম রকমের কিছু খেজুর উপস্থিত করিলেন। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এলাকার কি সব খেজুর এইরূপই হইয়া থাকে? ছাহাবী উত্তর করিলেন, না—আমি ভালমন্দ মিশান দুই টুকরি খেজুরের বিনিময়ে এই বাছা ও উত্তম খেজুর এক টুকরি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই বিনিময় ত সূদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তুমি এরূপ কেন করিলে না যে—প্রথমে স্বীয় দুই টুকরি খারাপ খেজুর মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া অতঃপর সেই মুদ্রা দ্বারা এক টুকরী উত্তম খেজুর ক্রয় করিতে!

বোখারী শরীফের মধ্যেও একটু সম্মুখে এই হাদীছটি বর্ণিত হইবে।

স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ও রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বাকি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

১০৯৮। হাদীছ ঃ— عن براء بن عازب وزيد بن ارقم قالا نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

অর্থ—বরা ইবনে আযেব ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বাকি বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

১০৯৯। হাদীছ ঃ—উসামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বাকি বিক্রয় অবশ্যই সুদ গণ্য হইবে।

অর্থাৎ—স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরস্পর বিনিময়ে ওজনে বেশ-কম ত হবেই এবং তাহা জায়েযও বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তু হওয়া সত্বেও বাকি বিক্রয় করিলে তাহা নিষিদ্ধ তথা হারাম হইবে।

তদ্রূপ এক জাতীয় বস্তুর পরস্পর বিনিময়ে উভয় দিকে সম পরিমাণ দিয়াও যদি বাকি বিক্রয় করা হয় তাহাও নিষিদ্ধ তথা হারাম গণ্য হইবে। অবশ্য স্বর্ণ-রৌপ্যের পরস্পর বিনিময় ছাড়া অন্য যে কোন দুই জাতীয় দুই বস্তুর পরস্পর বিনিময়ে যে কোনরূপে বাকি বিক্রয় করিলে সে ক্ষেত্রে কোন দোষ হইবে না।

বৃক্ষের ফল বা জমিনের ফসল অনুমান করিয়া সেই জাতীয় তৈরী বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা

১১০০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—"মোযাবানাহ" শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় হইতে এবং নির্দ্ধারিত পরিমাণ উৎপন্নের উপর বর্গা দেওয়া হইতে।

১১০১। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—নির্দ্ধারিত পরিমাণ উৎপন্নের শর্তে বর্গা দেওয়া হইতে এবং "মোযাবাহান" শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় হইতে। (২৯১ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—"মোযাবানাহ" ক্রয়-বিক্রয়ের সাধারণ ব্যাখ্যা উহাই করা হয় যাহা আলোচ্য পরিচ্ছদের বিষয়। অর্থাৎ গাছের ফল গাছেই রাখিয়া পরিমাণ করতঃ সেই পরিমাণ প্রস্তুত ঐ জাতীয় ফলের বিনিময়ে গাছের ফল ক্রয়-বিক্রয় করা। তদ্রূপ জমিনের ফসল না কাটিয়া উহা পরিমাণ করতঃ ঐ জাতীয় সেই পরিমাণ বস্তুর বিনিময় করা—ইহা নিষিদ্ধ।

এতদ্ভিন্ন উহার অপর একটি ব্যাখ্যাও করা হয় যে, যে ফসল গাছে নয় বরং স্তূপকৃত রহিয়াছে উহার ক্রয়-বিক্রয় ও মূল্য নির্দ্ধারিত সংখ্যক ধামা বা পরিমাণের উপর সাব্যস্ত করিয়া ধামার মাপ বা ওজন করা ব্যতিরেকে স্তূপটি এই বলিয়া গ্রহণ করা যে বেশী হইলে আমার লাভ, কম হইলেও আমারই ক্ষতি। এই ভাবের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নহে। হাঁ—প্রথম হইতেই ধামার সংখ্যা বা ওজনের পরিমাণ হিসাবে নয়, বরং স্তূপ হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই শুদ্ধ ও জায়েয। কিন্তু প্রথমে ধামা বা ওজন হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করিয়া পরে ওজন করা ব্যতিরেকে স্তূপকে ঐ ওজনের অনুমান হিসাবে মূল্য দানে ক্রয় করা জায়েয নহে।

১১০২। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَّبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهٖ اِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَاِنْ كَانَ كَرْمًا اَنْ يَّبِيْعَهٗ بِزَبِيْبٍ كَيْلًا وَاِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَّبِيْعَهٗ بِكَيْلِ طَعَامٍ عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ ـ

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন; খেজুর গাছে খেজুর আছে, উহা শুষ্ক হইয়া কি পরিমাণ খুরমা হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া ঐ পরিমাণ শুষ্ক খুরমার বিনিময়ে ঐ গাছের খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা বা আঙ্গুর গাছে আঙ্গুর আছে, উহা শুষ্ক হইয়া কি পরিমাণ কিশমিশ হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া শুষ্ক কিশমিশের বিনিময়ে ঐ গাছের আঙ্গুর ক্রয়-বিক্রয় করা বা জমিনের মধ্যে ফসল আছে (যেমন ধান) উহা কাটিয়া আনিলে পর কি পরিমাণ খাদ্য (ধান) হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া সেই পরিমাণ প্রস্তুত খাদ্য বস্তুর (ধানের) বিনিময়ে ঐ জমিনের ফসল ক্রয়-বিক্রয় করা—এইসব রকমের ক্রয়-বিক্রয়কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। (২৯৩ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—একই শ্রেণীর বস্তুদ্বয়ের পরস্পর বিনিময়ে যেমন—ধান-চাউল, খুরমা-খেজুর, কিশমিশ-আঙ্গুর ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে, বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তুদ্বয়ের পরস্পর বিনিময়ে এই বিধান নহে। যেমন, কিশমিশের বিনিময়ে খেজুর ক্রয় করা। এস্থলে গাছের খেজুরকে অনুমান করিয়া সেই অনুপাতে কিশমিশের বিনিময়ে ঐ খেজুর ক্রয় করা যায়েয আছে। তদ্রূপ গাছের খেজুরকে গাছে রাখিয়া নগদ মূল্যেও ক্রয় করা জায়েয আছে। অবশ্য ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনে নির্দ্ধারিত ওজন বা পরিমাণের উল্লেখ করিতে পারিবে না—উপস্থিত সমষ্টিরূপে ক্রয় করিবে।

১১০৩। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গাছের ফল পোক্ত হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং গাছের ফল গাছে রাখিয়া বিক্রি করিলে টাকা-পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করার পরামর্শ দিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর প্রস্তুত বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করিলে ত তাহা হারাম হইবে, কিন্তু অন্য শ্রেণীর বস্তুর বিনিময়ে বা টাকা পয়সার বিনিময়ে হইলে জায়েয হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গাছের ফল বা ক্ষেতের ফসল অনুমান করিয়া ঐ জাতীয় প্রস্তুত বস্তুর সহিত বিনিময় এক ক্ষেত্রে জায়েয আছে। তাহা এই যে, কোন ব্যক্তি তাহার বাগানের এক দুইটা গাছ বা খামারের এক টুকরা জমি সম্পর্কে কোন গরীব বা শ্রদ্ধেয় লোককে এই বলিয়া দিল যে, ইহার উৎপন্ন আপনাকে দিলাম; আপনি তাহা ভোগ করিবেন।

অতঃপর সেই উৎপন্ন পূর্ণরূপে পাকিয়া কাটিবার উপযোগী হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উক্ত লোকের জন্য অসুবিধাজনক হইয়া পড়ায় গাছের বা জমির মূল মালিকের সঙ্গে সেই উৎপন্নকে অনুমান করিয়া ঐ জাতীয় প্রস্তুত বস্তুর সহিতই বিনিময় করিয়া নেয়—এই বিনিময়কে শরীয়তের পরিভাষায় "আ'রিয়্যা" বলা হয়; ইহা জায়েয। কারণ, এক্ষেত্রে বিক্রয় ও বিনিময় ব্যবস্থা বাহ্যত দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় নহে, বরং দান বা হাদিয়ার পরিবর্তন মাত্র যাহা জায়েয।

১১০৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আ'রিয়্যা শ্রেণীর বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন যাহা পাঁচ ধামা বা উহার কম পরিমাণে হইয়া থাকে। (অর্থাৎ উক্ত বিনিময় বা পরিবর্তন সাধারণতঃ কম পরিমাণেরই হয়।

১১০৫। হাদীছ ঃ—সাহল ইবনে হাছমা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গাছের খেজুর অনুমান করিয়া খুরমার সহিত বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আ'রিয়্যা শ্রেণীর বিনিময়ে অনুমতি দিয়াছেন—যেখানে অনুমানের উপরই বিনিময় হয়।)

১১০৬। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আ'রিয়্যার ক্ষেত্রে অনুমাণের উপর ধামা হিসাবে বিনিময়ের অনুমতি দিয়াছেন।

কোন বৃক্ষের ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করা

১১০৭। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهٰى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—বৃক্ষস্থিত ফল ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ বলিয়াছেন, বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করিয়াছেন।

● জাবের (রাঃ) হইতেও এই মর্মে হাদীছ বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গাছের ফল রং চড়িবার পূর্বে এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

১১০৮। হাদীছ ঃ—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় লোকদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তাহারা বাগানস্থিত ফল (ছোট ছোট থাকাবস্থায়) ক্রয় করিয়া লইত। অতঃপর যখন ফল পাকার ও

কাটায় মৌসুম উপস্থিত হইত এবং বিক্রেতার পক্ষ হইতে মূল্য আদায়ের তাগাদা আসিত তখন কোন কোন ক্রেতা এরূপ আপত্তি জানাইত যে, এই বৎসর নানা প্রকার দুর্যোগ দুর্ঘটনায় বৃক্ষের ফল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, (অতএব আমি মূল্য পরিশোধ করিব না, বিক্রেতা উহাতে সম্মত হইত না, ফলে বিবাদ সৃষ্টি হইত)। এরূপ বহু ঝগড়া-বিবাদের অভিযোগ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হইতে থাকায় তিনি এই নীতি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে বৃক্ষের ফল বিক্রি করিবে না।

১১০৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বৃক্ষের ফল পোক্তা হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (সে মতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, পোক্তা হওয়ার অর্থ কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, (খেজুর সবুজ বর্ণ হইতে) লাল বর্ণ হওয়া। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা চিন্তা করিয়াছ কি যে, প্রাথমিক অবস্থায় ফল বিক্রি করিলে যদি ঐ বৎসর (কোন দুর্যোগের কারণে) ঐ বৃক্ষে ফল না হয়, তবে স্বীয় মুসলমান ভাই—ক্রেতার নিকট হইতে অর্থ আদায় করা কিসের বিনিময়ে হইবে?

মছআলাহ ঃ—গাছের ফল ক্ষুদ্র ও ছোট থাকাবস্থায় এই শর্তে বিক্রি করা যে, ফল পূর্ণ বড় হওয়া ও পাকা পর্য্যন্ত গাছেই থাকিবে—ইহা নাজায়েয। এই ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হইবে না এবং ফল বিনষ্ট হইয়া গেলে বিক্রেতা মূল্যের অধিকারী হইবে না। আর যদি এই রূপ হয় যে, ফল সাধারণ ভাবে যতটুকু বড় হওয়ার তাহা হইয়া সারিয়াছে, শুধু কেবল পাকা বাকি রহিয়াছে, সে ক্ষেত্রে যদি পাকা পর্য্যন্ত গাছে থাকার শর্তেও ক্রয় করিয়া থাকে তবুও উহা শুদ্ধ ও জায়েয হইবে—ইহাই ফতওয়া। (আলমগীরি, ৩—১৪৮)

● প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ও মোহাদ্দেছ ইবনে শেহাব যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি বৃক্ষের ফল ছোট থাকাবস্থায় ক্রয় করে অতঃপর কোন দুর্যোগে উহা নষ্ট হইয়া যায় তবে উহার ক্ষয়-ক্ষতি বিক্রেতার পক্ষে গণ্য করা হইবে।

ধারে ক্রয়-বিক্রয় করা

১১১০। হাদীছ ঃ—আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ইহুদীর নিকট হইতে কিছু খাদ্যবস্তু ধারে ক্রয় করিয়াছিলেন এবং মূল্যের পরিবর্তে তিনি তাহার নিকট স্বীয় লৌ-বর্ম বন্ধক রাখিয়াছিলেন।

এক জাতীয় বস্তুর ভাল-মন্দের মধ্যে বিনিময় করিতে ইচ্ছা করিলে কিরূপে করিবে?

১১১১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন এক ছাহাবীকে 'খয়বরে' তসীলদার বানাইয়া পাঠাইলেন।

একদা ঐ ছাহাবী উত্তম রকমের কিছু খেজুর লইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, খয়বরের সব খেজুরই কি এইরূপ উত্তম হয়? ঐ ছাহাবী বলিলেন, না—ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা এই উত্তম খেজুর এক ধামা সাধারণ খেজুর দুই-তিন ধামার বিনিময়ে ক্রয় করিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলেন, (এইরূপ বিনিময় ত সুদের অন্তর্ভুক্ত!) এইরূপে ক্রয় করিও না। খারাপ খেজুর প্রথমে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি কর, অতঃপর ঐ মুদ্রার বিনিময়ে উত্তম খেজুর ক্রয় কর।

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য হাদীছে যে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল এইরূপ; যথা—প্রথমে খারাপ খেজুর দুই ধামা ২০ টাকায় বিক্রি করিবে অতঃপর সেই ২০ টাকার বিনিময়ে ভাল খেজুর এক ধামা খরিদ করিবে।

প্রকাশ থাকে যে, উভয় ক্রয়-বিক্রয়ই ভাল খেজুর ও খারাপ খেজুর বিনিময়কারী দুই জনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহাতে দোষ নাই। এমনকি নির্দ্ধারিত ২০ টাকা উভয়ের কাহারও লেন দেনেরও প্রয়োজন নাই। দুই জনের মধ্যে দুইবার মৌখিক বিনিময়-বন্ধন (আক্‌দ-বায়) অনুষ্ঠিত হইলেই উহা জায়েযের গণ্ডিভুক্ত হইয়া যাইবে। যথা—খারাপ খেজুরওয়ালা ভাল খেজুরওয়ালাকে বলিবে আমার দুই ধামা খেজুর আপনার নিকট ২০ টাকায় বিক্রি করিলাম—এই বলিয়া তাহার দুই ধামা খারাপ খেজুর ভাল খেজুরওয়ালাকে প্রদান করিবে। অতঃপর সে ভাল খেজুরওয়ালাকে বলিবে আমার দুই ধামা খেজুরের মূল্য ২০ টাকা আপনার নিকট প্রাপ্য রহিয়াছে উক্ত ২০ টাকা দ্বারা আমি আপনার ভাল এক ধামা খেজুর ক্রয় করিলাম—এই বলিয়া এক ধামা ভাল খেজুর হস্তগত করিবে। টাকা ২০টির লেন-দেন একবারও আবশ্যক নহে। সার কথা এই যে, দুই ধামা খারাপ খেজুরের সহিত এক ধামা ভাল খেজুরের সরাসরি বিনিময়-বন্ধন অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সুদের অন্তর্ভুক্ত হারাম গণ্য হইবে, আর উল্লিখিত আকারে দুইটি পৃথক পৃথক বিনিময় বন্ধন দ্বারা সেই দুই ধামায়ই এক ধামা হস্তগত করিলে তাহা জায়েয হইবে। উভয় ব্যবস্থার দৃশ্য-ফল একই বটে, তথা দুই ধামা খারাপ খেজুর দ্বারা এক ধামা ভাল খেজুর সংগ্রহ করা। কিন্তু উভয় ব্যবস্থার মধ্যে বিধানগত পার্থক্য দিবা-রাত্রের ন্যায় রহিয়াছে। কারণ; প্রথম তথা হারাম সাব্যস্তের ব্যবস্থায় বিনিময়-বন্ধন শুধু একবার রহিয়াছে; পক্ষান্তরে জায়েয সাব্যস্ত ব্যবস্থায় বিনিময়-বন্ধন দুইবার হইয়াছে।

শরীয়তের প্রতি যাহারা শ্রদ্ধাহীন তাহারা উভয় ব্যবস্থার দৃশ্য-ফলে ব্যবধান না দেখিয়া হালাল-হারামের পার্থক্যের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে পারে, কিন্তু উহা তাহাদের বোকামী হইবে। কারণ, হারাম-হালাল ইহাও বিধানগত বিষয় বটে, নতুবা হারাম ব্যবস্থায় সংগৃহীত খেজুরের যেই স্বাদ হালাল ব্যবস্থায় সংগৃহীত খেজুরেরও সেই স্বাদ

উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং একটি বিধানগত বিষয় তথা হারাম-হালাল-এর ভিত্তি যদি অপর একটি বিধানগত পার্থক্যের উপর স্থাপিত হয় তবে তাহা উপেক্ষণীয় হইবে কেন ?

দৃশ্যগত ব্যবধান ব্যতিরেকে (আক্দ) তথা বিধানগত বন্ধনের পার্থক্যে বৈধ-অবৈধের পার্থক্য হওয়া ইহা শুধু ইসলামী শরীয়তের বিষয়ই নহে, নিছক মানবতার বিষয়ও বটে। একজন বান্ধবী এবং নিজ স্ত্রী—উভয় মহিলার মধ্যে বিধানগত বন্ধনের পার্থক্য ছাড়া আর কি পার্থক্য আছে ? কিন্তু স্ত্রীর সহিত সহবাস সকল ধর্মে সকল সমাজেই বৈধ এবং সন্তান হইবে হালাল। আর বান্ধবীর সহিত সহবাস সকল স্তরেই অবৈধ এবং সন্তানকে গণ্য করা হইবে হারামজাদা।

ফলদার বৃক্ষ বিক্রি করিলে ফলের মালিক কে হইবে ?

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী নাফে' (রঃ) বলিয়াছেন, ফল বাহির হইবার পর বৃক্ষ বিক্রি হইলে ফলের মালিক সে-ই হইবে যে উহার ব্যবস্থা করিয়াছে অর্থাৎ বিক্রেতা। তদ্রূপ কোন ফসলযুক্ত জমিন বিক্রি হইলে ফসলের মালিক বিক্রেতাই হইবে।

১১১২। হাদীছ :— عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ اُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلَّا اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এরূপ খেজুর গাছ বিক্রি করে যাহার (ফল বাহির হইয়াছে এবং) ফলের উন্নতির ব্যবস্থাও সে করিয়াছে সেই বিক্রেতাই ঐ ফলের মালিক থাকিবে। অবশ্য যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এরূপ উল্লেখ করা হয় যে, ফলের মালিক ক্রেতা হইবে তবে উহার মালিক ক্রেতা হইবে।

খাদ্যোপযোগী শুষ্ক ফল বা ফসল কাঁচা ফল-ফসলের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়

মছআলাহ :—শুষ্ক কিম্বা কাঁচা ফল বা ফসল টাকা-পয়সার বিনিময়ে বা ভিন্ন জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে যথা, খোরমার বিনিময়ে আঙ্গুর—এই ক্রয়-বিক্রি সর্বসম্মতরূপে শুদ্ধ ও জায়েয।

যে সমস্ত ফল-ফসল শুষ্ক হইলে ওজনে, বরং আকারেও কমে এবং কিছু ছোট হইয়া যায়—যেমন, খেজুর শুষ্ক হইয়া খোরমা হয়, আঙ্গুর শুষ্ক হইয়া কিশমিশ বা মনাক্কা হয়। আমাদের দেশের ধানও এইরূপই বটে।

এই শ্রেণীর ফল-ফসলের শুষ্কটা একই জাতীয় কাঁচা ও তাজাটার সহিত পরস্পর বিনিময় করা অধিকাংশ ইমামগণের মতে কোন রকমেই জায়েয নহে—বেশ-কমেও নহে, সমান সমানেও নহে; ইহাকেও তাঁহারা ১১১১ নং হাদীছের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত গণ্য করেন। এমনকি তাঁহাদের মতে ঐ শ্রেণীর ফল-ফসলের কাঁচাটা ঐ জাতীয় কাঁচাটার সহিত সমান-সমানেও বিনিময় জায়েয নহে; কারণ শুষ্ক হইলে উভয়ের পরিমাণে পূর্ণ সমতা থাকিবে না।

হানফী মজহাব মতে এক জাতীয় ফসলেরও কাঁচাটার বিনিময়ে কাঁচা সম পরিমাণ এবং উপস্থিত লেন-দেন হইলে জায়েয হইবে। এমনকি শুষ্কটার বিনিময় কাঁচাটা সম পরিমাণে এবং উপস্থিত লেন-দেন হইলে তাহাও ইমাম আবু হানিফার মতে শুদ্ধ এবং জায়েয।

অবশ্য যদি শুষ্ক ও কাঁচার পার্থক্য করিতে হয় তবে উভয়ের সরাসরি বিনিময় জায়েয হইবে না। পূর্বে বর্ণিত উপায়ে পৃথক পৃথক দুইটি বিনিময়-বন্ধন সম্পাদন করিতে হইবে এবং তাহা সর্বসম্মতরূপে জায়েয হইবে।

ক্ষেত-খামারের নির্দিষ্ট শস্য-ফসল উহার দানা পুষ্ট ও পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা

১১১৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—(১) নির্দ্ধারিত পরিমাণ (যথা দশ মন) উৎপন্নের শর্তে বর্গা দেওয়া হইতে। (২) দানা পুষ্ট হওয়ার পূর্বে ফসল বিক্রি করা হইতে। (৩) ছোঁয়া বা স্পর্শ দ্বারা বিক্রয় সাব্যস্ত করার প্রথা হইতে। (৪) যাহার কঙ্কর বা কাঠি যেই বস্তুর উপর পতিত হইবে তাহার সঙ্গে ঐ বস্তুর বিক্রয় বাধ্যতামূলক ভাবে সাব্যস্ত হওয়ার প্রথা হইতে। (৫) "মোযাবানাহ" শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় হইতে।

ব্যাখ্যা ঃ—২ নম্বরে আলোচ্য পরিচ্ছেদের বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। ৩ ও ৪ নং বিষয়দ্বয় ১০৮৭ নং হাদীছে এবং ৫ নং বিষয়টি ১১০২ নং হাদীছে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে।

অমোসলেমের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় করা

১১১৪। হাদীছ ঃ—আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ভ্রমণরত ছিলাম, আমাদের সংখ্যা একশত ত্রিশ জন ছিল। নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কাহারও নিকট খাদ্যবস্তু আছে কি? দেখা গেল, একজনের নিকট চার সের পরিমাণ হইতেও কম আটা আছে। ঐ আটাটুকু ছেনা হইল। অতঃপর দীর্ঘদেহী এক অমোসলেম মোশরেক পথিক এক দল বকরী লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। নবী (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বকরীগুলি কাহাকেও হাদিয়া দিবার জন্য আনিয়াছ, না—বিক্রি করার জন্য? সে বলিল, বিক্রির জন্য আনিয়াছি। নবী (দঃ) তাহার নিকট হইতে একটা বকরী ক্রয় করিলেন। উহাকে

জবেহ করিয়া উহার গোশত তৈয়ার করা হইল। নবী (দঃ) উহার দিল-কলিজা ভাজি করার আদেশ করিলেন। (ঐ ক্ষেত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অলৌকিক বরকতের ঘটনা এরূপ ঘটিয়াছিল যে,) আমাদের একশত ত্রিশজন লোকের মধ্যে প্রত্যেকেই ঐ দিল-কলিজার অংশ প্রাপ্ত হইল, এমনকি যাহারা ঐ সময় উপস্থিত ছিল না তাহাদের জন্য অংশ রাখিয়া দেওয়া হইল। (আরও অলৌকিক ঘটনা এই ঘটিয়াছিল যে,) এই অল্প পরিমাণ আটা ও একটি মাত্র ছাগল দ্বারা তৈরী খাদ্য দুই বর্তনে দেওয়া হইল। আমরা একশত ত্রিশজন লোক পেট পুরিয়া উহা হইতে আহার করিলাম এবং অবশিষ্ট রহিয়া গেল—উহা সঙ্গে লইয়া তথা হইতে আমরা যাত্রা করিলাম।

মৃত পশুর কাঁচা চামড়া বিক্রি করা

মছআলাহ ঃ—মৃত পশুর চামড়া কাঁচা অবস্থায় বিক্রি করা প্রচলিত মজহাব সমূহের ইমামগণের মতে জায়েয নহে। অবশ্য ইমাম জুহরী (রঃ) এবং ইমাম বোখারী (রঃ) উহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয বলেন। (ফতহুলবারী, ৪—২৩)

১১১৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার গমন পথে একটি মৃত ছাগল দেখিয়া বলিলেন, তোমরা ইহার চামড়া দ্বারা লাভবান হইলে না কেন? সকলেই বলিল, ইহা ত মৃত। হযরত (দঃ) বলিলেন, সেজন্য উহা কেবল খাওয়া হারাম।

১১১৬। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) অবগত হইলেন, এক ব্যক্তি মদ বিক্রি করিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুকের সর্বনাশ করুন; সে কি জানে না? রসুলুল্লাহ (দঃ) (বদ-দোয়া করতঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের সর্বনাশ করুন, তাহাদের উপর (আজাব স্বরূপ হালাল জীবেরও) চর্বি (কোন আকারে ব্যবহার করা) হারাম করা হইয়াছিল। তাহারা সেই চর্বি গলাইয়া তৈল করতঃ বিক্রি করিয়া থাকিত।

ব্যাখ্যা ঃ—মদ বিক্রেতা ভাবিয়াছিল, আমি ত মদ খাইলাম না; উহার পয়সা খাইলাম। ওমর (রাঃ) দেখাইলেন, ইহুদীদের জন্য চর্বি খাওয়া হারাম ছিল; তাহারা উহা সরাসরি না খাইয়া উহার পয়সা খাইত; সেই জন্য তাহাদের প্রতি হযরতের অভিশাপ হইয়াছে। এই সূত্রেই মদের ক্রয়-বিক্রয় ও উহার ব্যবসা হারাম; ১১১৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

১১১৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের সর্বনাশ করুন, তাহাদের উপর চর্বি হারাম করা হইয়াছিল। তাহারা চর্বি গলাইয়া তৈল করতঃ বিক্রি করিয়া উহার মূল্য ভোগ করিত।

ব্যাখ্যা ঃ—মৃত পশু-পাখির মাংস বা চর্বি ব্যবহার নিষিদ্ধ; উহার ক্রয়-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ—উক্ত মাংস ও চর্বির যদি রূপও পরিবর্তন করা হয় তবুও নিষিদ্ধ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উপরোক্ত পরিচ্ছেদত্রয়ের বিভিন্ন মছআলার ব্যাপারে মৃতের সংজ্ঞা সম্পর্কে ফেকাহ শাস্ত্রে যে সব তথ্য পাওয়া যায় সে দৃষ্টে অনেক ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতামুক্ত হওয়ার অবকাশ লাভ হইতে পারে। যথা—

(ক) শুকর ব্যতীত অন্য যে কোন হারাম পশুও জবেহকৃত হইলে উহার চামড়া সর্বসম্মতরূপে পাক; অনেক আলেমের মতে উহার গোশত এবং চর্বি ইত্যাদিও পাক পরিগণিত হয়। (সে মতে উহা খাওয়া হালাল না হইলেও উহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে।) অবশ্য রক্ত ত নাপাক হইবেই। (আলমগীরী, ১—২৫ পৃঃ)

(খ) খাদ্যে হালাল হইবার জন্য নয়, বরং শুধু পাক পরিগণিত হওয়ার জন্য অনেক আলেম এরূপ মত, ও ফতওয়াকে ছহীহ গণ্য করিয়াছেন যে, শরীয়তী জবেহ তথা শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়মের জবেহ হইতে হইবে না—অর্থাৎ জবেহকারী মোসলমান বা কেতাবী হইতে হইবে না, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে গলার রগ কাটা এবং অপর ক্ষেত্রে যে কোন অংশে ধারালো অস্ত্রে জখম করার শর্তও হইবে না। (শামী, ১—১৮৯)।

ফতওয়া শামীর উল্লেখিত উদ্ধৃতিটি অতি গুরুত্বপূর্ণ: কারণ, উক্ত মতামত অনুযায়ী অমোসলেমের হাতে জবেহ বা ঘায়েলকৃত জীব মৃত গণ্য হইবে না। সেমতে শুধু কেবল রোগে কিম্বা পতিত হওয়ার ভীষণ চোটে বা কোন কারণে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া বা লাঠি ইত্যাদির আঘাতে রক্ত প্রবাহিত হওয়া ব্যতিরেকে মৃতই এক্ষেত্রে* মৃত গণ্য হইবে।

এক্ষেত্রে ফেকাহ শাস্ত্রে আরও একটি মছআলাহ সঙ্কীর্ণতা লাঘব করিবে।

মছআলাহ ঃ—তৈলের মধ্যে মৃত জীবের চর্বির তৈল মিশ্রিত হইলে—যদি পবিত্র তৈলের অংশ বেশী হয় তবে উহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয, আর মৃতের চর্বির তৈল বেশী হইলে ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয হইবে। (আলমগীরী, ৩—১৬১)

ছবির ব্যবসা করা

১১১৮। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে আবুল হাসান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট ছিলাম; এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, হে আবুল আব্বাস! আমি একজন দরিদ্র লোক; আমার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় হইল আমার হস্তশিল্প—আমি ছবি আঁকিয়া

---

* এক্ষেত্রে তথা হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে নয়, বরং শুধু পাক পরিগণিত হওয়ার ক্ষেত্রে। আর ইহা অবধারিত যে, ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়া শুধু পাক পরিগণিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পাক গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে যাহা মৃত পরিগণিত ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রেও শুধু উহাই মৃত গণ্য হইবে।

থাকি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি নিজ কানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়াছি। আমি তাঁহাকে এই বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি কোন ছবি তৈরী করিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে ঐ ছবির মধ্যে আত্মা দেওয়ার আদেশ করিবেন, (এবং আত্মা দিতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি দান করিতে থাকিবেন,) কিন্তু সে উহার আত্মা দিতে কখনও সক্ষম হইবে না।

এই হাদিছ শুনিয়া ঐ ব্যক্তি শিহরিয়া উঠিল; তাহার চেহারা জরদ হইয়া গেল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, যদি অগত্যা এই কাজ করিতেই চাও তবে জীবের ছবি না আঁকিয়া বৃক্ষাদির ছবি আঁকিও।

শরাব তথা মদের ব্যবসা হারাম

জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শরাবের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

১১১৯। হাদীছঃ— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَاتٌ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ اٰخِرِهَا خَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ.

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন ছুরা-বাকারার মধ্যে বর্ণিত (সুদ হারাম হওয়ার) আয়াতসমূহ নাযেল হইল হযরত (দঃ) ঘর হইতে বাহির হইলেন (এবং সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা শুনাইলেন, তখন মদ্য পান হারাম হওয়া পুনঃ ঘোষণা করতঃ) মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার ঘোষণাও শুনাইলেন।

কোন স্বাধীন মানুষ বিক্রি করার ভয়াবহ পরিণতি

১১২০। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন—কেয়ামতের দিন স্বয়ং আমি তিন প্রকার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বাদী হইব। (১) যে ব্যক্তি আমার নামে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা করিয়া

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। (২) যে ব্যক্তি স্বাধীন ও মুক্ত (অর্থাৎ শরীয়ত মতে ক্রীতদাস নয় এমন) মানুষ বিক্রি করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়াছে। (৩) যে ব্যক্তি কোন মজুর দ্বারা কাজ করাইয়া তাহার পারিশ্রমিক দেয় নাই।

মৃত প্রাণী এবং মূর্তি বিক্রি করা নিষিদ্ধ

১১২১। হাদীছঃ— عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه

اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهَا يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا اَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهٗ .

অর্থ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের বৎসর মক্কা নগরীতে এই ঘোষণা দিতে শুনিয়াছেন—তোমরা স্মরণ রাখিও! নিশ্চয় আল্লাহ এবং আল্লার রসূল মদ বিক্রি করা, মৃত পশু-পক্ষী বিক্রি করা, শূকর বিক্রি করা এবং মূর্তি বিক্রি করা হারাম করিয়াছেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! মৃতের চর্বি নৌকায় লাগান হয়, (মশক ইত্যাদির) চামড়ায় লাগান হয় এবং উহা দ্বারা চেরাগ জ্বালান হয়। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, উহা (বিক্রি করা) জায়েয নহে—হারাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ সময় ইহাও বলিলেন, ইহুদিদের প্রতি আল্লার গজব নাযেল হউক; আল্লাহ তায়ালা (শাস্তি স্বরূপ) তাহাদের প্রতি (হালাল জানোয়ারেরও) চর্বি হারাম হওয়ার আদেশ জারী করিলেন, তখন তাহারা ঐ চর্বি গলাইয়া তৈল করতঃ বিক্রি করিয়া উহার মূল্যের টাকা-পয়সা খাদ্য (ইত্যাদিতে) ব্যবহার করিল। (এইরূপে ফন্দি করিয়া নিষিদ্ধ বস্তু—চর্বি ব্যবহারে লিপ্ত হইয়াছিল, তাই তাহারা অভিশপ্ত।) ২৯৮ পৃঃ

কুকুর বিক্রি করা এবং উহার অর্জিত অর্থ

১১২২। হাদীছ ঃ— عن ابى مسعود رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ -

অর্থ—আবু মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিম্নে বর্ণিত তিন প্রকারে অর্জিত আয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—(১) কুকুর বিক্রির টাকা-পয়সা। (২) বেশ্যাবৃত্তি—যেনা ও ব্যাভিচারে অর্জিত অর্থ। (৩) গণক (গণনাকারী)কে প্রদত্ত শিন্নি ও ভেঁট।

ব্যাখ্যা ঃ—অধুনা যেরূপ সৌখিনতারূপে কুকুর পোষার হিড়িক দেখা যায় অন্ধকার যুগেও তদ্রূপ ছিল। অথচ কুকুরের সংশ্রব মানবকে আল্লাহ তায়ালার রহমত ও নূর হইতে বঞ্চিত রাখে, তাই কুকুর পোষার সৌখিনতার স্রোতকে বন্ধ করার জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুকুরের ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছিল—যে কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষা নিষিদ্ধ ছিল, ব্যাপক ভাবে কুকুর মারিয়া ফেলার আদেশ ছিল, কুকুর ক্রয় বিক্রয় এবং উহার দ্বারা অর্থ উপার্জন কঠোরতার সহিত নিষিদ্ধ ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। মোসলমানগণ কর্তৃক অন্ধকার যুগের ঐ সৌখিনতার কু-অভ্যাস পরিত্যাক্ত হওয়ার পর বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে সুযোগ দানার্থে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃকই সেই কঠোরতা হ্রাস করা হইয়াছে। কিন্তু মোসলমানদিগকে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুকুর আল্লার ফেরেশতাদের নিকট এবং আল্লার রসুলের নিকট অতি জঘন্য ও অতি ঘৃণিত, তাই যথাসাধ্য উহার সংশ্রব পরিহার করিবে।

মছআলাহ ঃ—কুকুর বিক্রি করা এবং উহার মূল্য হালাল হওয়া সম্পর্কে বর্তমানে শরীয়তে বিধানগত কোন বাধা-নিষেধ নাই, তবে উহা মকরুহ বটে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● কসাই এর ব্যবসা করা জায়েয (২৭৯ পৃঃ) ● ব্যবসার মধ্যে মিথ্যা বলা এবং পণ্যের দোষ গোপন করা বরকত ও উন্নতি ব্যহত করে। (২৭৯ পৃঃ) ● ঢালাই কার্য্যের ব্যবসা করা জায়েয (২৮০ পৃঃ)। ● কামারের ব্যবসা করা জায়েয (২৮০ পৃঃ)। ● দরজীর ব্যবসা করা জায়েয (২৮১ পৃঃ) ● তাঁতীর কাজ ও ব্যবসা করা জায়েয (২৮১ পৃঃ)। ● ছুতার-মিস্ত্রির পেশা অবলম্বন করা জায়েয (২৮১ পৃঃ)। ● বড় পদের অধিকারী যথা শাসনকর্তাও প্রয়োজনের বস্তু স্বয়ং ক্রয় করিতে পারে। অর্থাৎ এই শ্রেণীর কাজের ব্যয়ে সরকারী ধন-ভাণ্ডার হইতে ভাতা গ্রহণ করিতে পারিবে না। (২৮১ পৃঃ)

● যানবাহন যথা ঘোড়া এবং গাধা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয। অর্থাৎ হারাম পশু পক্ষীও খাওয়া ভিন্ন অন্য উপকারের জন্য ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। (২৮১ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—শূকর ভিন্ন সকল পশু-পক্ষী ও কীট পতঙ্গ যাহা কোনও উপকারে ব্যবহৃত হয়—সবেরই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। (আলমগীরী, ৩—১৫৮)

● অমোসলেমদের হাটে-বাজারে ব্যবসা করা জায়েয (২৮২ পৃঃ)। ● শান্তি অশান্তি সর্বাবস্থায়ই অস্ত্র বিক্রয় করা জায়েয। এমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ) দেশে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা অবস্থায় অস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ বলিয়াছেন (২৮২ পৃঃ)। যে শ্রেণীর লোকের দ্বারা অশান্তি সৃষ্টির আশঙ্কা হয় তাহাদের নিকট অস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ। মৃগনাভী বা কস্তুরী এবং সকল প্রকার সুগন্ধিই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয (২৮২ পৃঃ)। ● যে শ্রেণীর কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ কিন্তু অন্য কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে উহার ব্যবসা জায়েয (২৮২ পৃঃ) ● পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ মালিকেরই অধিকার (২৮৩ পৃঃ)। অবশ্য বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক মূল্য নির্দ্ধারণের তথা কন্ট্রোল করার অধিকার আছে। বিস্তারিত বিবরণ ফতওয়া আলমগীরী, ৩—২৭৭ ● ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্তের বৈঠকেই ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তুর উপর স্বীয় অধিকারের কার্য্য প্রয়োগ করিতে পারে। বিশিষ্ট তাবেয়ী তাউস (রঃ) বলিয়াছেন, ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যদি ক্রেতা উক্ত পণ্য বিক্রয় করে, তবে ক্রেতাই উহার লাভের অধিকারী হইবে (২৮৪ পৃঃ)। ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল প্রকার ধোঁকা-ফাঁকি নিষিদ্ধ (২৮৪ পৃঃ)। বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয (২৮৪ পৃঃ)। অর্থাৎ বাজার ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট স্থান বটে, কিন্তু সেজন্য তথায় ব্যবসা-বাণিজ্য নাজায়েয নহে। ● হাটে-বাজারে যাইয়া (স্বীয় গাম্ভির্য্য ও শালিনতা অবশ্যই বজায় রাখিবে;) চেচাইয়া কথা বলা নিষিদ্ধ (২৮৫ পৃঃ)। ● পণ্য ওজন করার ব্যয় সাধারণ ভাবে বিক্রেতার উপর বর্তিবে (২৮৫ পৃঃ)। ● পণ্যের লট্ তথা সমষ্টি ক্রেতার প্রতি (প্রয়োজন বোধে) নিষেধাজ্ঞা জারী করা যাইতে পারে যে, স্বীয় দোকানে না পৌছাইয়া উহা বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনে দণ্ডের বিধানও করা যায় (২৮৬ পৃঃ)। ১০৭৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণও আছে। ● ক্রেতা তাহার ক্রয়কৃত বস্তু বিক্রেতার নিকট থাকিতে দিয়াছে—এখনও উহা হস্তগত করার কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই, এমতাবস্থায় যদি উহা বিনষ্ট হইয়া যায়—যেমন উহা কোন জীব ছিল তাহা মরিয়া গিয়াছে, কিম্বা বিক্রেতা উহা অন্যত্র বিক্রয় করিয়া ফেলে এক্ষেত্রে কি হইবে? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন জীবিত ও উপস্থিত বিদ্যমান বস্তুর ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন করার পর উহার মৃত্যু হইলে তাহা ক্রেতারই পণ্য হইবে; অর্থাৎ তাহাকে মূল্য পরিশোধ করিতে হইবেই (২৮৭ পৃঃ)। অবশ্য এক্ষেত্রে আবু হানিফা (রঃ) শাফেয়ী (রঃ) প্রমুখ ইমামগণ বলেন, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হইলেও ক্রেতার হস্তগত করার কার্য্য সম্পাদনের পূর্বে যাহা কিছু

হইবে সবই বিক্রেতার পক্ষে গণ্য হইবে। সুতরাং অন্যত্র বিক্রির লাভের অধিকারী সে-ই হইবে এবং মরিয়া গেলে উহার ক্ষতি তাহার উপরই বর্তিবে--উহার মূল্যের অধিকারী সে হইবে না, মূল্য উসুল করিয়া থাকিলে তাহা ফেরত দিতে হইবে। এমনকি যদি কোন রুগ্ন পশুর ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু ক্রেতার হস্তগত করার কার্য্য সম্পাদন ব্যতিরেকে ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলিয়াছে, পশুটি অদ্য রাত্র আপনার গোয়ালেই থাকিবে; অতঃপর রাত্রে বিক্রেতার গোশালায় উহা মরিয়া গিয়াছে. তবে এক্ষেত্রেও উহার ক্ষতি বিক্রেতার পক্ষেই হইবে ক্রেতার পক্ষে নহে (আলমগীরী, ৩-২৭)। অবশ্য ক্রেতার হস্তগত করা সম্পন্ন হওয়ার পরে যে কোন অবস্থাতেই উহার মৃত্যু হউক, এমনকি বিক্রেতার বাড়ীতেই মৃত্যু হউক, ক্ষতি ক্রেতার পক্ষে হইবে; মূল্য আদায় না করিয়া থাকিলে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে; যেমন, পশু বিক্রয় সাব্যস্ত করার পর বিক্রেতা ক্রেতাকে বলিল, এই আপনার পশু আপনাকে নেওয়ার জন্য বলিতেছি, আপনি নিয়া যান—যেরূপ বাক্য ও শব্দাবলীর মাধ্যমেই হউক এই ব্যবস্থা ও ভাব সম্পাদনের পর* যদি ক্রেতা উক্ত পশুকে নিয়া না যায় এবং উহা বিক্রেতার বাড়ীতে মারা যায় সে ক্ষেত্রে ক্ষতি ক্রেতার পক্ষেই হইবে (ক্রীতদাস বিক্রয় দৃষ্টান্তে এই মছআলাহ বর্ণিত হইয়াছে, আলমগীরী, ৩—২২পৃঃ)

এইরূপ ক্ষেত্রে যদি বিক্রেতা উহা অন্যত্র বিক্রি করে এবং লাভ হয় তবে সেই লাভের অধিকারী ক্রেতাই হইবে—এমনকি বিক্রেতাকে সম্মত রাখিয়া যদি ক্রেতা এখনও মূল্য পরিশোধ না-ও করিয়া থাকে। অবশ্য যদি বিক্রেতা মূল্যের জন্য পশুকে আটক দিয়া থাকে তবে সেক্ষেত্রে লাভ-লোকসান উভয়ই বিক্রেতার পক্ষে হইবে। ● কোন বস্তুর ক্রয় বা বিক্রয় মহিলার দ্বারা সম্পাদিত হইলে তাহা শুদ্ধ হইবে (২৮৮ পৃঃ)। ক্রয়-বিক্রয়ে শরীয়ত বিরোধী শর্ত করা হইলে? (২৯০ পৃঃ)। এ সম্পর্কে মছআলাহ এই যে, যদি ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনই করা হয় ঐরূপ শর্তের সহিত তবে সেই ক্রয়-বিক্রয় অশুদ্ধ হইবে; পুনরায় ঐরূপ শর্ত ছাড়িয়া বিক্রি সম্পাদন করিতে হইবে। আর যদি বিক্রি সম্পাদনকালে নয়, উহার পূর্বে সেই শর্তের আলোচনা হইয়াছিল সে ক্ষেত্রে বিক্রি শুদ্ধ হইবে, শর্ত বাতিল গণ্য হইবে। ● খেজুর গাছের মাথি বিক্রি করা এবং উহা খাওয়া (২৯৬ পৃঃ ৫৫ হা)। অর্থাৎ খেজুর গাছের মাথির মধ্যে হয়ত কিঞ্চিৎ মাদকতার ভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সেজন্য উহা খাওয়া ও ক্রয়-বিক্রয় করা দোষণীয় নহে। ● ক্রয় বিক্রয়, লেন-দেন ইত্যাদি বিনিময়-বন্ধনে দেশ-চল এবং সচরাচর প্রচলিত অর্থ ও উদ্দেশ্য বিশেষভাবে গৃহীত হইবে (২৯৪ পৃঃ)। অর্থাৎ—ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে অনেক বিষয়েরই নির্দ্ধারণ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ হয় না; সে ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ ও নিষ্পন্ন পরিগণিত হইবে এবং

---

* প্রকাশ থাকে যে, ক্রেতার হস্তগত করার যে অর্থ শরীয়তে উদ্দেশ্য তাহা ১৮৮১ নং হাদীছের ব্যাখ্যার ফুটনোটে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেমতে পশুটি বিক্রয়ের পর ঐরূপ কথা ও ব্যবস্থা সম্পাদনে ক্রয়কৃত পশু ক্রেতার হস্তগত করা সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে যদিও উহা স্পর্শও করে নাই।

অনুল্লেখ বিষয়ে দেশ-চল অর্থই প্রযোজ্য হইবে। যেমন, "সের"-এর পরিমাণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ—৮২৷৷৵০, ৮০ তোলা, ৬০ তোলা, কোন দেশে ৪০ তোলা। ক্রয়-বিক্রয়কালে সাধারণতঃ শুধু সের উল্লেখ হয়, উহার ব্যাখ্যা ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ উল্লেখ হয় না, সে জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের সিদ্ধতায় কোন ত্রুটি হইবে না এবং প্রত্যেক দেশে দেশ-চল অর্থই প্রযোজ্য হইবে, উহার ব্যতিক্রম দাবী প্রত্যাখ্যান হইবে। তদ্রূপ জমির পরিমাপ বোধক বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ এবং বিভিন্ন বস্তুর সংখ্যা নির্দ্ধারক পারিভাষিক শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম। এক্ষেত্রেও প্রত্যেক অঞ্চলে তথাকার দেশ-চল ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য হইবে। এরূপ আরও অনেক ক্ষেত্রেই দেশ-চল এবং সচরাচর প্রচলিত অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণীয় হওয়াই সাব্যস্ত। যেমন—হাসান বছরী (রঃ) একদা এক ব্যক্তি হইতে একটি গাধা এক রোজের জন্য বিনিময় নির্দ্ধারিত করিয়া কেরায়া নিলেন; পরের দিনও পুনরায় ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার গাধাটা দাও; সে দিয়া দিল; উভয়ের মধ্যে এই বিনিময় নির্দ্ধারণে কোন কথা হইল না। এরূপ ক্ষেত্রে কেরায়া নিষ্পন্ন ও সিদ্ধ সাব্যস্ত হইবে এবং পূর্ব দিনের বিনিময় পরিমাণই প্রযোজ্য হইবে। কারণ, এরূপ লাগালাগি আদান-প্রদান ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বারে নূতন কোন কথা উল্লেখ করা না হইলে সচরাচর প্রথমবারের অনুরূপই সাব্যস্ত হইয়া থাকে। ● জমি, বাড়ী বা যে কোন বস্তুর মধ্যে নিজের অংশ ভাগ বন্টনের পূর্বে অংশীদারের নিকট বা অন্যের নিকট বিক্রি করা জায়েয আছে (২৯৪ পৃঃ)। ● কেহ অন্য কোন ব্যক্তির জিনিষ বিক্রি করিয়া দিল অতঃপর সেই মালিক ব্যক্তি উহাতে সম্মতি দান করিল—উক্ত ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইয়া যাইবে (২৯৪ পৃঃ)। কোন অমোসলেম এমনকি যদি সে বিদেশীও হয় সে তাহার মালিকানার কোন জিনিষ বিক্রয় করিলে বা দান করিলে সেই দান শুদ্ধ পরিগণিত হইবে (২৭৫ পৃঃ)। অর্থাৎ অমোসলেমদের মধ্যে মালিকানা সত্ব লাভের প্রথা ও রীতি-নীতি শরীয়ত বিরোধীও রহিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্যায় ও জুলুম সূত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে; এতদসত্ত্বেও বাস্তবে উহা অন্যের হক বলিয়া প্রমাণ ও দাবী না থাকিলে সে ক্ষেত্রে তাহার সম্পাদিত লেন-দেন শুদ্ধ গণ্য হইবে।

● শুকর ক্রয়-বিক্রি মোসলমানের জন্য হারাম। কোন মোসলমানের সত্বাধিকারে শুকর থাকিলে উহা যে কেহ মারিয়া ফেলিতে পারিবে; তাহার কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। ● শাসন কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে দেশান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিলে তাহাকে তাহার জায়গা-জমি ইত্যাদি বিক্রি করায় বাধ্য করিতে পারে। নবী (দঃ) মদীনার বিভিন্ন ইহুদী গোত্রকে তাহাদের সম্পাদিত সহ-অবস্থান ও শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করার এবং উস্কানীমূলক কার্য্য কলাপের অপরাধে মদীনা হইতে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত তাহাদিগকে অবগত করিয়া তাহাদের মালামাল বিক্রি করার আদেশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, যাহা বাকি থাকিবে তাহা রাষ্ট্রিয়াত্ব করা হইবে (২৯৭ পৃঃ)। ● পশুর বিনিময়ে পশু বিক্রয় করতঃ এক পক্ষের নগদ তথা উপস্থিত প্রদান অপর পক্ষের বাকি—ইমাম বোখারীর

মতে জায়েয (২৯৭ পৃঃ)। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার মাজহাব এই যে, উভয় পক্ষের পশু যদি এক জাতীয় না হয় এবং বাকি পক্ষের পশুটাও নির্দিষ্টকৃত হয়—শুধু হস্তান্তর বাকি থাকে সে ক্ষেত্রে বিনিময় শুদ্ধ হইবে; আর যদি এক জাতীয় হয় কিম্বা বাকি পক্ষের পশুটা নির্দিষ্টকৃত না হয় শুধু কেবল বর্ণনার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, তবে জায়েয ও শুদ্ধ হইবে না। কারণ, পশু এমন বস্তু যাহা বর্ণিত গুণাবলীর মধ্যে থাকিয়াও মূল্যমানে পার্থক্য হইয়া থাকে, অতএব বাকিটা আদায় করার বেলায় বিবাদের সৃষ্টি হইবে। এই জন্যই টাকার বিনিময়েও অনির্দিষ্ট পশু বাকি ক্রয় করা, যেমন—নির্দ্ধারিত বিবরণের দশটি গরু বা বকরি খরিদ করিল যাহা সম্মুখে উপস্থিত নাই, বিক্রেতা সংগ্রহ করিয়া দিবে; এই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ তথা বাধ্যতামূলক হয় না। উপস্থিত নির্দিষ্ট পশুর বিক্রয় সব রকমেই শুদ্ধ ও জায়েয হয়, এমনকি একটি ভাল গরু তিনটি মন্দ বা ছোট গরুর সহিত বিনিময় করা জায়েয আছে। উভয় দিকে একই জাতীয় পশু হওয়া সত্তেও বেশ-কমরূপে বিনিময় করা জায়েয, অথচ ফল বা ফসল কিংবা ধাতব জিনিষের বিনিময়ে উভয় দিক এক জাতীয় হইলে বেশ-কমরূপে বিনিময় জায়েয হয় না—যাহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়কে শরীয়তের পরিভাষায় "বাইয়ে-সলম" বলে। বাইয়ে-সলম তথা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত আছে যাহা বিভিন্ন সুস্পষ্ট হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়া ফেকাহ শাস্ত্রে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। বর্তমানে আমাদের মধ্যে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সর্বত্রই দেখা যায়, ঐ সমস্ত শর্তের লঙ্ঘন হইয়া থাকে। শর্ত লঙ্ঘন হইলে সেই ক্রয়-বিক্রয় অশুদ্ধ হয়—বাধ্যতামূলক হয় না; যে কোন পক্ষ উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।

১১২৩। হাদীছ :— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال

قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ شَىْءٍ فَفِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) যখন হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছিলেন তখন মদীনা অঞ্চলের লোকদের মধ্যে খেজুরের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় প্রচলিত ছিল, এমনকি তাহারা দুই-তিন বৎসরের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করিত।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, যে কেহ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করিবে তাহাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ ও ওজনের মধ্যে করিতে হইবে এবং বিক্রয় বস্তু প্রদানের দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—পরিমাণ ও ওজনের নির্দিষ্টতা দুই প্রকারে হইবে—সংখ্যার দিক দিয়া, যে—কত মণ বা কত সের বা কত ধামা এবং পরিমাণের দিক দিয়া অর্থাৎ কোন অঞ্চলে যদি বিভিন্ন পরিমাণের ওজন ও পরিমাপ প্রচলিত থাকে যেমন সেরের ওজন ৮২।৷৶০, ৮২, ৬০, ৪০—তোলা সে স্থলে একটি পরিমাপ নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। অবশ্য যদি শুধু একই পরিমাণ প্রচলিত হয় তবে এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করিতে হইবে না, প্রচলিত পরিমাণই সাব্যস্ত হইবে।

তারিখের নির্দিষ্টতা এইরূপে করিতে হইবে, যাহাতে কোন প্রকার অনির্দিষ্টতার অবকাশ না থাকে। যদি এইরূপ নির্দিষ্ট করে যে, অমুক ব্যক্তি যে দিন বাড়ী আসিবে বা যে দিন মালের পার্শ্বলে আসিবে সেদিন প্রদান করিব তবে উহা শুদ্ধ হইবে না। ক্রয় বিক্রয় চুড়ান্ত করার সময় নির্দিষ্ট দিন-তারিখ অবশ্যই নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

১১২৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যামানায় ছাহাবীগন গমের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করিতেন কি? তিনি বলিলেন, আমরা সিরিয়াস্থ এক বিশেষ শ্রেণীর লোকদের নিকট হইতে গম, যব এবং যাইতুনের তৈল নির্দিষ্ট পরিমাণে ও নির্দিষ্ট তারিখে অগ্রিম ক্রয় করিতাম।

জিজ্ঞাসাকারী পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহার নিকট হইতে সেই বস্তু অগ্রিম ক্রয় করিতেন তাহা কি সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত বিদ্যমান ও প্রস্তুত থাকিত? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, বিক্রেতাদের নিকট আমরা সেই প্রশ্ন করিতাম না।

জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি এই বিষয়টি আবদুর রহমান ইবনে আব্‌যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটও জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও ঐরূপই বলিলেন যে—(আমরা) ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে অগ্রিম ক্রয় করিতাম, কিন্তু বিক্রেতাদের নিকট এই প্রশ্ন আমরা করিতাম না যে, এই (বিক্রিত) ফসল তোমাদের নিকট মৌজুদ আছে কি—না?

ব্যাখ্যা ঃ—আলোচ্য বাইয়ে-সলম বা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি বিশেষ শর্ত এই যে, ক্রয়কৃত বস্তুটির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা চাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, বিক্রেতার স্বহস্তে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। বরং সেই অঞ্চলে বা এমন স্থানে বিদ্যমান থাকা যথা হইতে আমদানী করা বিক্রেতার জন্য সম্ভব সাধ্য হয়। বিক্রেতার নিজ হস্তে বিদ্যমান থাকা যে আবশ্যক নহে তাহাই উপরোল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এমনকি যাহার জমি নাই সেও শষ্য ফসল শ্রেণী বস্তু অগ্রিম বিক্রি করিতে পারে, যাহার বাগান নাই সেও ফল-শ্রেণীর বস্তু অগ্রিম বিক্রয় করিতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য বাইয়ে-সলম তথা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাতটি সর্ত আছে— (১) ক্রয় বস্তু কি জাতীয় হইবে তাহা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা।

(২) ক্রয় বস্তুর গুণাগুণ পূর্ণরূপে বর্ণনা ও নির্দ্ধারণ করা। (৩) ক্রয় বস্তুর পরিমাপ ও ওজন বা সংখ্যা পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত করা। (৪) ক্রেতার নিকট অর্পণের দিন-তারিখ পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত করা (৫) ক্রয় বস্তু সেই অঞ্চলে প্রাপ্তির সুযোগ থাকা। (৬) বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার নিকট ক্রয় বস্তু অর্পণের স্থান নির্দিষ্ট হওয়া—যদি উহা স্থানান্তর করা ব্যয়সাপেক্ষ হয়। (৭) অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা সাব্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা কর্তৃক মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করিয়া দেওয়া।

এই সমস্ত শর্তের কোন একটি লংঘন করা হইলে সে স্থলে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না, ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং প্রত্যেকেই স্বীয় বাক্য হইতে সরিয়া যাওয়ার অধিকারী থাকিবে; কোন পক্ষই অপর পক্ষকে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর বাধ্য করিতে পারিবে না।

একটি বিশেষ মছআলাহ ঃ—

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রয় বস্তু শ্রেণীগত, রূপগত এবং গুণাগুণগত যথাসাধ্য নির্দ্ধারণ আবশ্যক। কিন্তু উহাকে নির্দিষ্ট করা, যেমন—এই গাছের বা এই বাগানের ফল কিম্বা এই জমিনের ধান; এইভাবে নির্দিষ্ট করিয়া অগ্রিম বিক্রয় করা; সেই ফল ও ফসলের জন্ম হইয়া থাকুক কি না হইয়া থাকুক উভয় অবস্থাতেই নাজায়েয। কারণ জন্মিয়া না থাকিলে সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বস্তু উহার অস্তিত্ব ছাড়া বিক্রয় করা হইল; আর জন্মিয়া থাকিলে অগ্রিম ক্রয়ের অর্থ এই যে, ফল বা ফসল পাকা পর্য্যন্ত গাছে বা জমিনে থাকার শর্তে ক্রয় করা হইয়াছে—উভয়টিই নাজায়েয। নিম্নের হাদীছে এই মছআলাহ বর্ণিত হইয়াছে—

১১২৫। হাদীছ ঃ—আবুল বখতারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম—নির্দিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা সম্পর্কে। তিনি বলিলেন, নির্দিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ)কেও ঐ মছআলাই জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনিও বলিলেন, নির্দিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করিতে নবী (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।

অর্থাৎ নির্দিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর বিক্রয় উপযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে নগদ ক্রয়-বিক্রয়ই হইতে পারে; আর উহার পূর্বে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

মছআলাহ ঃ—নির্দিষ্ট (Bill of Loading তথা) ফর্দ বা তালিকার মাল, কিম্বা নির্দিষ্ট জাহাজে বহিত মাল অথবা নির্দিষ্ট কল বা কারখানার তৈরী মাল ইত্যাদি কোন বিশেষ প্রকার নির্দ্ধারণ দ্বারা নির্দিষ্ট করা পণ্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েয; সেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হইবে না।

মছআলাহ ঃ—মূল্য নগদ পরিশোধ করিয়া অগ্রিম ক্রয় ক্ষেত্রে ক্রয় বস্তু পাইবার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জামিন বা বন্ধক গ্রহণ করা যায়।

হক্কে-শোফার বিবরণ

(১) একটি বাড়ী বা জমিনের উপর কতিপয় অংশীদার মালিক আছে তন্মধ্যে কোন অংশীদার স্বীয় অংশ অপর ব্যক্তির নিকট বিক্রি করিলে অংশীদারগণ (কাজীর সাহায্যে) সেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক বাতিল ও ভঙ্গ করতঃ ঐ পরিমাণ মূল্যে সেই অংশ তাহারা গ্রহণ করিতে পারে। (২) কতিপয় ব্যক্তির বাড়ী বা বাগান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্নই আছে, কিন্তু ঐ বাড়ীতে বা বাগানে যাতায়াতের রাস্তা-ঘাট এক ও এজমালী, তাহাদের কোন ব্যক্তি স্বীয় বাড়ী-বাগান কোন অপর ব্যক্তির নিকট বিক্রি করিলে, ঐ এজমালী রাস্তা-ঘাট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অধিকার থাকিবে যে, (কাজীর সাহায্যে) সেই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল ও ভঙ্গ করতঃ ঐ মূল্যে তাহারা সেই বাড়ী বা বাগানকে ক্রয় করিয়া লয়। (৩) একটি বাড়ী বা জমিনের পড়শী আছে ঐ বাড়ী বা জমিন সেই পড়শী ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট বিক্রিত হইলে ঐ পড়শী (কাজীর সাহায্যে) সেই ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল ও ভঙ্গ করতঃ সম মূল্যে ঐ বাড়ী ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে।

উক্ত তিন প্রকার অধিকারকে "হক্কে-শোফা" বলা হয়। এই অধিকারত্রয় শ্রেণী পর্য্যায়ে বলবৎ হইবে। অর্থাৎ প্রথম নম্বরে বর্ণিত রকমের অধিকারী সর্বাগ্রে, অতঃপর দ্বিতীয় নম্বরে বর্ণিত রকমের অধিকারী, অতঃপর তৃতীয় নম্বরে বর্ণিত রকমের অধিকারীকে হক্কে-শোফার অধিকার দান করা হইবে।

১১২৬। হাদীছ ঃ— عن جابر رضى الله تعالى عنه قال قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِىْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ـ

অর্থ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই হুকুম ও ফয়ছালা জারী করিয়াছেন যে, এজমালী বাড়ী বা জমিনের উপর (অংশীদারী) হক্কে-শোফার অধিকার থাকিবে যাবৎ উহা ভাগ বন্টন করা না হয়। প্রত্যেকের অংশ ভাগ-বন্টন করিয়া সীমানাযুক্ত করিয়া এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ রাস্তা-ঘাট ভিন্ন করিয়া লওয়ার পর (অংশীদার সম্বন্ধীয়) হক্কে-শোফার অধিকার বাকি থাকিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—পূর্বেই বলা হইয়াছে, হক্কে-শোফার অধিকার তিন প্রকারে হইয়া থাকে। অংশীদারগণের মধ্যে ভাগ-বন্টন এবং রাস্তা-ঘাট ভিন্ন হইয়া যাওয়ার পর তাহাদের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের অধিকার বাকি থাকে না, অবশ্য তৃতীয় প্রকারের অধিকার বাকি থাকিবে।

হক্কে-শোফার অধিকারীকে প্রথম আহ্বান করা

হাকাম (রঃ) বলিয়াছেন, হক্কে-শোফার অধিকারী অন্যের নিকট বিক্রি করার অনুমতি দিলে সেক্ষেত্রে তাহার হক্কে-শোফার অধিকার থাকিবে না।

শা'বী (রঃ) বলিয়াছেন, হক্কে-শোফার অধিকারীর সম্মুখে ঐ বাড়ী বা জমিন বিক্রি হইতেছে, সে তাহাতে বাধা দেয় না, তবে তাহার হক্কে-শোফা খর্ব হইবে।

১১২৭। হাদীছ ঃ—আমর ইবনে শরীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সায়াদ ইবনে আবি অক্কাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত ছিলাম, মেসওয়ার (রাঃ)ও তখন ঐ স্থানে পৌছিলেন; এমতাবস্থায় আবু রাফে (রাঃ) তথায় পৌছিলেন এবং সায়াদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বলিলেন, আপনার বাড়ী সংলগ্ন আমার ঘর দুইটি আপনি ক্রয় করিয়া লউন। সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, আমি কস্মিনকালেও উহা ক্রয় করিব না। (তখন আবু রাফে (রাঃ) মেছওয়ার (রাঃ)কে এই বিষয়ে সাহায্যের অনুরোধ জানাইলেন।) সেমতে মেছওয়ার (রাঃ) সায়াদ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনাকে খোদার কসম—আপনি অবশ্যই উহা ক্রয় করিয়া লইবেন। তখন সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, আমি কিন্তু—চার হাজার রৌপ্য মুদ্রার উর্দ্ধে উহার মূল্য দিব না—তাহাও কিস্তিতে আদায় করিব। তখন আবু রাফে' (রাঃ) বলিলেন, এই ঘরদ্বয়ের বিনিময়ে অন্য লোকে আমাকে নগদ পাচ শত স্বর্ণ মুদ্রা (যাহার মূল্য চার হাজার রৌপ্য মুদ্রা হইতে অনেক অধিক) দিতেছিল, কিন্তু আমি যদি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে না শুনিতাম যে, "পড়শী তাহার নিকটবর্তীতার হক্ক, তথা হক্কে-শোফার মধ্যে (দূরস্থিত লোকদের তুলনায়) অগ্রগণ্য" তবে আমি পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা লাভের সুযোগ পাওয়া অবস্থায় চার হাজার রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে কখনও এই ঘর দিতাম না। এই বলিয়া তিনি সায়াদ (রাঃ)কে ঘর দিয়া দিলেন।

মছআলাহ ঃ—হক্কে-শোফার অধিকারী অপর ক্রেতার সমমূল্য প্রদানে রাজী না হইলে তাহার দাবী বাতিল হইয়া যায়। উল্লিখিত ঘটনায় হযরতের হাদীছের প্রতি বিশেষ অনুরুক্তি বসে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হইয়াছে—অন্যের অপেক্ষা কম মূল্যে দিয়াও প্রতিবেশীকে অগ্রগণ্য করা হইয়াছে।

মছআলাহ ঃ—বাড়ীর একাধিক পড়শীর ক্ষেত্রে যাহার বাড়ীর সদর দরজা অধিক নিকটবর্তী তাহাকে অগ্রগণ্য করা হইবে।

পারিশ্রমিক প্রদানে কাহারও দ্বারা কাজ নেওয়া

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে একটি ঘটনার বর্ণনা দানে বলিয়াছেন—

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"সর্বোত্তম শ্রমিক শক্তিশালী আমানতদার বিশ্বস্ত শ্রমিক" এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রমিক নিয়োগ করা কালীন শ্রমিক সৎ হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই।

মোসলমান শ্রমিক না পাইলে অমোসলেম নিয়োগ করা

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 'খয়বর' জয় করিয়া উহার ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা তথাস্থিত বাসিন্দা ইহুদীদিগকেই উৎপন্নের ভাগীরূপে কাজ করার জন্য দিয়াছিলেন। (কারণ তথায় মোসলমানদের বসবাস ছিল না)।

১১২৮। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) হিজরত করা কালীন বনী-দীল গোত্রের এক ব্যক্তিকে মজুরী দানে তাঁহাদের সঙ্গে পথ-প্রদর্শকরূপে যাওয়ার জন্য সাব্যস্ত করিলেন; ঐ ব্যক্তি অমোসলেম ছিল, উহার উপর তাঁহাদের আস্থা ছিল, তাই তাঁহারা তাঁহাদের যানবাহন ঐ ব্যক্তির হাওয়ালা করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, (আমরা অদ্যই রওয়ানা হইব,) তিন রাত্র অতিবাহিত হওয়ার পর আমাদের যানবাহন লইয়া তুমি 'ছওর' পাহাড়ের গুহার নিকট উপস্থিত হইও। ঐ ব্যক্তি তাহাই করিল—তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর যানবাহন লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগকে লইয়া সমুদ্র-কুলের পথে মদীনা যাত্রা করিল।

শ্রমিক মজুরী না নিয়া চলিয়া গেলে উহা তাহার প্রাপ্য থাকিবে

১১২৯। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই ঘটনা বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, পূর্বকালের কোন এক উম্মতের তিন ব্যক্তি একদা ভ্রমণে বাহির হইল এবং পথিমধ্যে বৃষ্টিপাত আরম্ভের দরুন তাহারা একটি পাহাড়ীয় গুহার ভিতর আশ্রয় নিল এবং তথায় তাহারা নিদ্রার ব্যবস্থাও করিল। হঠাৎ একটি বিরাট পাথর পাহাড় হইতে পিছলিয়া পড়িয়া গুহার মুখকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া দিল এবং ঐ তিন ব্যক্তি গুহার ভিতর অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় তাহারা পরস্পর বলাবলি করিল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সর্বোত্তম নেক আমল উল্লেখ পূর্বক উহার অছিলা ধরিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া কর, ইহা ব্যতিরেকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় দেখা যায় না।

অতঃপর তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এইরূপে দোয়া করিল—হে আল্লাহ! আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিলেন; আমি কখনও তাঁহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা না করিয়া আমার স্ত্রী-পুত্র, চাকর-চাকরানীকে খাইতে দিতাম না। এক দিনের ঘটনা এই যে, আমি কোন জিনিসের তালাশে বহু দূরে চলিয়া যাই, তথা হইতে আমার ফিরিতে রাত্র হইয়া যায়। আমি বাড়ী আসিয়া দুগ্ধ দোহন করতঃ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি তাঁহারা উভয়েই নিদ্রামগ্ন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আহারের পূর্বে আমার স্ত্রী-পুত্র চাকর-চাকরানীকে আহার করিতে দেওয়া আমি ভাল মনে না করিয়া দুগ্ধের পেয়ালা

হাতে লইয়া আমি তাঁহাদের নিকটবর্তী দাঁড়াইয়া থাকিলাম। আমি তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গের অপেক্ষা করিতেছিলাম; সারা রাত্র আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। এদিকে আমার ছেলেমেয়েরা ঐ দুগ্ধ পানের জন্য আমার পায়ে পড়িয়া চিৎকার করিতেছিল। এই অবস্থায় রাত্র প্রভাত হইয়া গেল। অতঃপর তাঁহারা নিদ্রোত্থিত হইলেন এবং সেই দুগ্ধ পান করিলেন। মাতা-পিতার খেদমতে এইরূপে আত্মনিয়োগ করা—হে অন্তর্য্যামী খোদা! তুমি জান যে, আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যেই করিয়াছি, তাই তুমি স্বীয় কৃপাবলে আমাদের হইতে এই পাথরের বিপদ দূর করিয়া দাও। এই দোয়া করার পর পাথরটি কিছু পরিমাণ গুহা-মুখ হইতে সরিয়া পড়িল, গুহা-মুখ অল্প পরিমান উন্মুক্ত হইল, কিন্তু মানুষ বাহির হওয়ার পরিমাণ প্রশস্ত নহে।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি এইরূপ দোয়া করিল—হে আল্লাহ! আমার চাচার সম্পর্কীয় একটি ভগ্নি ছিল; আমি তাঁহার প্রতি অত্যাধিক আসক্ত ছিলাম। আমি তাহাকে বহুবার আমার মনোবাঞ্ছা পূরণের আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু সে কখনও আমার আহ্বানে সাড়া দেয় নাই, সর্বদা সে নিজকে পবিত্র রাখিয়াছে। অতঃপর এক ভীষণ দুর্ভিক্ষের বৎসর সে আমার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে এক শত কুড়িটি স্বর্ণ মুদ্রা দান করিলাম এই শর্তে যে, সে নিজেকে আমার জন্য ছাড়িয়া দিবে। সে তখন অগত্যা রাজী হইল। আমি যখন দীর্ঘ দিনের কামনা পূরণের জন্য উদ্যত হইয়া তাহার মুখামুখী বসিলাম তখন সে আমাকে বলিল, হালাল ও জায়েয সূত্রে আবদ্ধ না হইয়া চিরজীবনের অস্পর্শিত বস্তুর পবিত্রতা নষ্ট করিতে আমি তোমাকে সম্মতি দেই না, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। তখন এই কার্য্যকে গোনাহ ও পাপ বলিয়া উপলব্ধি করার সুবুদ্ধি আমার উদয় হইল এবং পাপ ও গোনাহ হইতে বাঁচিবার মানসে তাহাকে স্পর্শ না করিয়া সরিয়া পড়িলাম, অথচ সে আমার অত্যাধিক আসক্তির বস্তু ছিল, এবং ঐ একশত কুড়িটি স্বর্ণ-মুদ্রা তাহাকে দিয়া দিলাম। হে অন্তর্য্যামী আল্লাহ! তুমি জান, একমাত্র তোমার ভয়ে এবং তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি স্বীয় বাসনা পূরণের সুযোগ পাইয়াও ছাড়িয়া দিয়াছি, তুমি স্বীয় কৃপাবলে আমাদিগকে বিপদমুক্ত কর। তখন গুহার মুখ আরও উন্মুক্ত হইল, কিন্তু এইবারও মানুষ বাহির হওয়ার পরিমাণ হইল না।

হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তৃতীয় ব্যক্তি এইরূপ দোয়া করিল—হে আল্লাহ! আমি কতিপয় মজুরকে কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলাম। তাহাদের প্রত্যেকেই স্বীয় মজুরি লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে একজন তাহার মজুরি না লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার মজুরি ছিল এক ধামা ধান। আমি ঐ ধানকে বপন করিলাম এবং উহার উৎপন্নের আয় দ্বারা উট ক্রয় করিলাম এইরূপে গরু, ছাগল এবং ক্রীতদাস ক্রয় করিলাম। কিছুদিন পর ঐ মজুর আসিল এবং মজুরির দাবী জানাইল। আমি তাহাকে বলিলাম,

এই সব গরু, ছাগল, উট ও ক্রীতদাস সমস্তই তোমার। সে বলিল, আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করিবেন না; আমি বলিলাম, বিদ্রূপ আমি মোটেই করি না (—এই বলিয়া তাহাকে বিস্তারিত ঘটনা বলিলাম।) তখন সে ঐ সব লইয়া চলিয়া গেল। হে আল্লাহ! তুমি জান, আমি একমাত্র তোমার ভয়ে এবং তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এরূপ করিয়াছিলাম; তুমি স্বীয় কৃপাবলে আমাদিগকে বিপদ মুক্ত কর। তৎক্ষণাৎ গুহার মুখ পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া গেল তাহারা গুহা হইতে বাহির হওয়ায় সক্ষম হইল।

ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি বিভিন্ন কার্য্যের বিনিময় গ্রহণ করা

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, (কোন প্রকার শরীয়ত বিরোধী মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়-ফুঁক করার বিনিময় গ্রহণ করার তুলনায়) আল্লার কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করিয়া বিনিময় গ্রহণ করার অধিকার সুস্পষ্ট।

বিশিষ্ট তাবেয়ী শা'বী (রঃ) বলিয়াছেন, আল্লার কালাম শিক্ষা দানকারী বিনিময়ের শর্ত করিতে পারিবে না। শর্তহীন অবস্থায় তাঁহাকে কিছু দেওয়া হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

হাকাম (রঃ) বলিয়াছেন, শিক্ষকতার বিনিময় গ্রহণ নাজায়েয বা মকরুহ নহে।

ইবনে সীরীন (রঃ) বলিয়াছেন, ভাগ-বন্টনকারী আমিন ইত্যাদিকে ন্যায্য পারিশ্রমিক দান করা দোষণীয় নহে; ইহাকে উৎকোচ বলা হইবে না। তিনি বলিয়াছেন—বিচার কার্য্যে বাদী বিবাদীর নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করিলে উহাকে উৎকোচ বলা হইবে—যাহা হারাম। এবং উহা সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, উৎকোচের ধন উপভোগকারীর দেহ জাহান্নামের অগ্নিরই উপযোগী।

কোন কোন আলেমের মতে জরিপ কার্য্যের দ্বারা ভাগ-বন্টন করা বিচার বিভাগীয় কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত, তাই এই কাজের ব্যক্তিগণ সরকারীভাবে নিয়োজিত হইবে। পক্ষদ্বয়ের নিকট হইতে তাহারা কিছু গ্রহণ করিবে না।

১১৩০। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের (ত্রিশ জন) ছাহাবীর একটি দল (জেহাদের জন্য) ভ্রমণ অবস্থায় (রাত্রিবেলা) কোন এক বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য বস্তিবাসিদের অনুগ্রহ প্রার্থী হইলেন। বস্তিবাসীগণ তাঁহাদের কোন প্রকার সহায়তা করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল।

এমতাবস্থায় বস্তির সর্দার সর্প দংশিত হইল এবং বস্তিবাসিগণ তাহার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা-তদবীর করিল; কোন ফল লাভ হইল না। তখন তাহাদের কেহ কেহ এরূপ পরামর্শ দিল যে, রাত্রিবেলা যে একদল বিদেশী পথিক আসিয়াছিল তাহাদের খোজ করিয়া দেখা যাউক; তাহাদের নিকট কোন চেষ্টা-তদবীর থাকিতে পারে। অতঃপর বস্তিবাসিদের এক প্রতিনিধি দল ছাহাবীগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ঘটনা ব্যক্ত করিল

যে, আমাদের বস্তির সর্দার সর্প দংশিত হইয়াছে এবং আমাদের সমস্ত চেষ্টা-তদবীর বিফল গিয়াছে; আপনাদের কাহারও নিকট কোন চেষ্টা-তদবীর আছে কি? ছাহাবীদের মধ্য হইতে একজন (দাঁড়াইলেন—যাহাকে আমরা ঝাড়-ফুঁককারী ধারণা করিতাম না; তিনি) বলিলেন, হাঁ—আমি ঝাড়-ফুঁক করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা আপনাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিলাম আপনারা তাহাতে সম্মত হন নাই, এখন আমি ঝাড়-ফুঁক করিব না—যাবৎ আমাকে বিনিময় দান না করিবেন। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে এক দল (ত্রিশটি) বকরি দান করা সাব্যস্ত হইল এবং ঐ ছাহাবী সেই দংশিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া "আলহামদু" সূরা পাঠ করতঃ তাহার উপর (সাতবার) ফুঁক দিলেন। দংশিত ব্যক্তি পূর্ণ মুক্ত ও সুস্থ হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ চলাফেরা করিতে লাগিল; সে যেন পূর্বে অসুস্থই ছিল না। তখন বস্তিবাসীগণ নির্দ্ধারিত বিনিময় পরিশোধ করিয়া দিল। ঐ ছাহাবী ফিরিয়া আসিলে সকলেই অবাক হইলেন এবং বলিলেন, আপনি ত ঝাড়-ফুঁকের কাজে অভ্যস্ত ছিলেন না। ছাহাবীগণের কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন, এই সব বকরি আমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু ঝাড়-ফুঁককারী ছাহাবী বলিলেন, এখন কিছুই করিবেন না, যাবৎ আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা ব্যক্ত না করি এবং এই ব্যাপারে তাঁহার অভিমত না শুনি।

ছাহাবীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা বর্ণনা করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তুমি কিরূপে জান যে, এই সূরা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা যায়? (ছাহাবী বলিলেন, আমার মনে এরূপ জাগিয়াছিল।) নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা কোন অশুদ্ধ কাজ কর নাই; (সৌজন্যমূলক ভাবে) সকলে ইহা বন্টন করিয়া লও এবং হাসিমুখে বলিলেন—আমার জন্যও এক অংশ রাখ।

রক্তমোক্ষণ কার্য্যের পারিশ্রমিক

১১৩১। হাদীছ ঃ—তাবেয়ী আমর ইবনে আমের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করাইতেন এবং (রক্তমোক্ষণকারী) কাহাকেও তাহার পারিশ্রমিক কম দিতেন না।

ব্যাখ্যা ঃ—পূর্বে এক হাদীছে রক্তমোক্ষণ কার্য্যের উপার্জনকে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। অথচ উল্লিখিত হাদীছ এবং ১০৭৬ ও ১০৭৭ নং হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) স্বয়ং এই কার্য্যের পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছেন। রক্তমোক্ষণ সম্পর্কীয় হাদীছ দৃষ্টে দুইটি বিষয় উপলব্ধি করা যায়—প্রথম এই যে, রক্তমোক্ষণ কার্য্যের উপার্জন নিষিদ্ধ অর্থাৎ পছন্দনীয় নহে অবশ্য হারামও নহে। দ্বিতীয় এই যে, গ্রহীতার জন্য এরূপ উপার্জনে লিপ্ত না হওয়া চাই, কিন্তু দাতার কর্তব্য এই যে, কোন মানুষকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাইবে না।

ষাড়ের পাল ও প্রজননের মজুরি

১১৩২। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ষাড় দ্বারা পাল প্রজনন (Breeding) দিয়া উহার বিনিময় ও মজুরি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন—উক্ত কার্য্যের বিনিময় ও মজুরী গ্রহণ নিষিদ্ধ ও হারাম। ইমাম মালেক (রঃ) বলিয়াছেন—এই নিষেধাজ্ঞা সৌজন্যমূলক এবং মোসলেম জাতি ও সমাজের বৈশিষ্টতা-সুলভ নিষেধাজ্ঞা। অর্থাৎ মোসলেম জাতি মহান ও উচ্চতর জাতি; তাঁহাদের কার্য্যক্রম, ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-উপার্জন ও আচার-ব্যবহার উচ্চমানের হওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত কার্য্যের দ্বারা পরোপকার করার সুযোগ কোন মোসলমানের থাকিলে বিনিময় ব্যতিরেকেই সেই কার্য্য সমাধা করিয়া দিবে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● শ্রমিকের অগ্রিম বিনিয়োগ শুদ্ধ হয়। অর্থাৎ যেমন--অদ্য বিনিয়োগ সাব্যস্ত হইল, কিন্তু কাজে যোগ দিবে তিন দিন, এক মাস বা এক বৎসর পর—এরূপ চুক্তি শুদ্ধ ও বাধ্যতামূলক হইবে। কাজে যোগদানের নির্দ্ধারিত সময় আসিলে উভয়ে চুক্তি রক্ষায় বাধ্য থাকিবে (৩০১ পৃঃ)। ● কাজের চুক্তি না করিয়া সময়ের চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করা জায়েয। (ঐ) ● সময়ের চুক্তি না করিয়া নির্দ্ধারিত কাজের চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করাও জায়েয। (ঐ)।

সময়ের চুক্তিতে সময়ের নির্দ্ধারণ আবশ্যক; যে কোন সূত্রেই নির্দ্ধারণ হউক। যেমন, অর্দ্ধ দিন বা আছরের নামায পর্যন্ত (৩০২ পৃঃ)। ● শ্রমিকের পারিশ্রমিক না দেওয়া এত বড় গোনাহ যে, কেয়ামতের দিন ঐরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বাদী হইবেন (ঐ)। ● সাধারণ্যে সময় নির্ধারণ যে সূত্রে বুঝিতে পারে উহা দ্বারাই সময়ের চুক্তি শুদ্ধ হইবে। যেমন—আছর হইতে রাত্র পর্যন্ত (ঐ)। ● কোন জিনিষ ক্রয় বা বিক্রয় করিতে দালালী করার পারিশ্রমিক লওয়া জায়েয। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি এরূপ চুক্তি করে যে, আমার এই কাপড় বিক্রি করিয়া দাও, মূল্য এত টাকার উপরে যাহা হইবে তাহা তোমার—ইহা জায়েয। ইবনে সীরীন (রঃ) বলিয়াছেন, এরূপ চুক্তি করা জায়েয যে, আমার এই জিনিষ এত টাকায় বিক্রি কর; ইহাতে লভ্যাংশ আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্টিত হইবে (৩০৩ পৃঃ)। ● কোন মোসলমান

বিশেষ প্রয়োজনে অমোসলেমদের চাকুরী করিতে পারে। (৩০৪ পৃঃ)। (অবশ্য এরূপ কাজের চাকুরী করিতে পারিবে না যে কাজ মোসলমানের জন্য করা জায়েয নহে বা যে কাজে মোসলেম জাতির ক্ষতি সাধন হয়। সকল ইমামগণেরই মজহাব এই যে, মোসলমান দেশে কোন মোসলমান অমোসলেমের এরূপ চাকুরী গ্রহণ করিবে না যাহা অতি নিম্নস্তরের কাজ; যেমন, বাড়ী-ঘরে সাধারণ কাজ-কর্মের চাকর বা ভৃত্য হওয়া।) (ফতহুলবারী, ৪—৩৫৭)।

● বেশ্যাবৃত্তির উপার্জন হারাম; তদ্রূপ যে কাজ শরীয়তে নাজায়েজ উহার উপার্জনও নাজায়েজ (ঐ)। ● কোন কিছু কেরায়ার উপর গ্রহণ করা হইলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যদি কোন পক্ষের মৃত্যু হয় তাহাতে চুক্তি ভঙ্গ হইবে না, চুক্তির মেয়াদ পর্য্যন্ত চুক্তি বলবৎ থাকিবে। মৃত্যু পক্ষের উত্তরাধিকারীগণ চুক্তি পালনে বাধ্য থাকিবে (৩০৫)। (ইহা অধিকাংশ ইমামগণের মত। হানাফী মজহাব মতে যে কোন এক পক্ষের মৃত্যুতে সাধারণতঃ চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে; তাহার উত্তরাধিকারীগণ চুক্তি পালনে বাধ্য হইবে না, যদিও চুক্তির মেয়াদ বাকি থাকে। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে চুক্তি বলবৎ থাকিবে। এনায়াহ্—শরহে হেদায়াহ দ্রষ্টব্য)।

এক জনের দেনা অন্য জনের উপর বরাত দেওয়া

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, একজনের ঋণ অপর জনের উপর দেওয়া তখনই শুদ্ধ হইবে যখন তার অর্পণকালে অর্পিত ব্যক্তি উক্ত ঋণ আদায়ের সামর্থবান হয়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তির ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারীগণ পরস্পর সম্পত্তি এইরূপে বণ্টন করিয়াছে যে, একজনে নগদ মালামাল নিয়াছে এবং আর একজনে অপরের নিকটে পাওনা ঋণ বুঝিয়া নিয়াছে। সে ক্ষেত্রে যদি ঐ ঋণ উসুল না হয় সেজন্য সে নগদ মালামাল গ্রহণকারীর উপর কোন দাবী করিতে পারিবে না (৩০৫)।

১১৩৩। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দেনা পরিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাওনাদারকে ঘুরানো প্রকৃত প্রস্তাবে জুলুম ও বড় অন্যায়। কাহারও পাওনা পরিশোধে দেনাদার কর্তৃক কোন সামর্থবান ব্যক্তির বরাত দেওয়া হইলে সেই বরাত গ্রহণ করা উচিত।

মৃত ব্যক্তির ঋণের ভার গছিয়া লওয়া

১১৩৪। হাদীছ ঃ—সালামা-তুবনুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় একটি জানাযা উপস্থিত করা হইল এবং সকলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে জানাযার নামায পড়াইবার অনুরোধ করিল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন এই ব্যক্তির উপর ঋণ আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—না। হযরত (দঃ) তাহার জানাযার নামায পড়াইয়া দিলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় একটি জানাযা উপস্থিত করা হইলে সকলেই হযরত (দঃ)কে জানাযার নামায পড়াইবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উপর কোন ঋণ আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—হাঁ। তিনটি দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) আছে। হযরত (দঃ) তাহারও জানাযার নামায পড়াইলেন।

অতঃপর তৃতীয় একটি জানাযা উপস্থিত করা হইল এবং সকলেই নবী (দঃ)কে তাহার জানাযার নামায পড়াইবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে কি? সকলেই উত্তর করিল—না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উপর ঋণ আছে কি? সকলেই উত্তর করিল, হাঁ—তিন দিনার। তখন নবী (দঃ) (স্বয়ং তাহার জানাযার নামায পড়াইতে অস্বীকার করতঃ) উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বলিলেন, তোমরা তাহার জানাযার নামায পড়। এই অবস্থা দৃষ্টে আবু কাতাদা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি তাহার জানাযার নামায পড়াইয়া দিন, তাহার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গছিয়া নিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু কাতাদা (রাঃ)কে বলিলেন, এই দিনার কয়টি পরিশোধ করা তোমার জিম্মায় রহিল এবং মৃত ব্যক্তি খালাস পাইয়া গেল? আবু কাতাদা (রাঃ) বলিলেন---হাঁ। হযরত তাহার জানাযার নামায পড়াইলেন। (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আবু কাতাদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাক্ষাৎ হইত; তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, দিনার কয়টির কি করিয়াছ? একদা আবু কাতাদা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! উহা পরিশোধ করিয়া দিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এখন মৃত ব্যক্তিকে শান্তি দান করিয়াছ।)

কোন ব্যাপারে জামিন হওয়া বা জামিন গ্রহণ করা

আমীরুল-মোমেনীন ওমর (রাঃ) হামজা ইবনে আমর (রাঃ)কে কোন এক এলাকার তশীলদার রূপে প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় এরূপ একটি ঘটনা অবগত হইলেন যে, এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সঙ্গে যেনা করিয়াছে। তিনি ঐ ব্যক্তিকে যেনার শাস্তি দান

করিতে চাহিলেন, কিন্তু স্থানীয় লোকগণ বলিল, এই ঘটনা পূর্বেই প্রকাশ পাইয়াছে এবং আমীরুল-মোমেনীন ওমর (রাঃ) ইহার শাস্তি দান করিয়াছেন। হামযা ইবনে আমর (রাঃ) আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট হইতে উক্ত বিষয়ের সঠিক তথ্য জ্ঞাত হওয়া সাপেক্ষে আসামীর নিকট হইতে এক ব্যক্তির জামিন গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ স্থানীয় লোকগণের খবর সত্যই ছিল—ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাহাকে একশত বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন।

জ্ঞাতব্য—আসামী ব্যক্তি বিবাহিত ছিল, তাই তাহার উপর যেনার শাস্তি এই ছিল যে, তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করা হউক, কিন্তু এখানে শরীয়তের উপধারা অনুযায়ী উহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তির ধারণা এই ছিল যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ে একে অন্যের চিজ-বস্তু ব্যবহার করিতে পারে, সেই সূত্রে সে স্ত্রীর ক্রীতদাসীকে ব্যবহার করা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গম করা জায়েয বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। এরূপ একটি স্বাভাবিক হেতুজনক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ কার্য্য হওয়ায় তাহার প্রতি প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত হইয়া যায়, কিন্তু এরূপ আবশ্যকীয় মছআলাহ হইতে অজ্ঞ থাকায় তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় এবং খলীফা বা তাঁহার প্রতিনিধি কাজীর বিবেচনানুযায়ী তাহাকে একশত বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করা হয়।

● হারেছা ইবনে মোজাররাব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি একস্থানে প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পেছনে ফজরের নামায পড়িলাম (তিনি তখন ঐ এলাকার শাসনকর্তা)। নামাযান্তে এক ব্যক্তি তাঁহাকে এই বিষয় খবর দিল যে, আমি বনী-হানিফা গোত্রের মসজিদে গিয়াছিলাম; তথাকার (ইমাম ও সরদার) আবদুল্লাহ ইবনে নাওয়াহার মোয়াজ্জেনকে "আশহাদু আন্না মোসায়লামাতা রসুলুল্লাহ" (অর্থাৎ মোছায়লামাহ আল্লার রসুল) বলিতে শুনিয়াছি।* আবদুল্লাহ ইবনে

---

* মোছায়লামাহ নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার ছিল, তাই তাহাকে মোছায়লামাহ কাজ্জাব অর্থাৎ মিথ্যাবাদী মোছায়লামাহ বলা হইত। সে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় এই মিথ্যা দাবী করিয়াছিল, কিন্তু হযরত (দঃ) তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সুযোগ পান নাই। আবু বকর (রাঃ) স্বীয় খেলাফৎ কালে তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ করেন এবং জেহাদের ময়দানে তাহাকে হত্যা করা হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহধাম ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল মনোবৃত্তির নামধারী মোসলমানগণের মধ্যে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিল তখন একদল মোসলমান নামধারী লোক ইসলামের সম্পর্ক ত্যাগ করতঃ সেই মিথ্যা দাবীদার মোছায়লামার দলভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সেই দলই সময় সময় এক এক স্থানে মাথাচাড়া দিয়া উঠিত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহাদের উপর কুঠারাঘাত হানা হইত। এইরূপেই ছাহাবীগণ ঐ দলকে ভু-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন।

মসউদ (রাঃ) বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে নাওয়াহাকে এবং তাহার দলবলকে ধরিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। তৎক্ষণাৎ তাহাদের সকলকে উপস্থিত করা হইল। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে নাওয়াহাকে কতল করার আদেশ করিলেন; তাহাকে হত্যা করা হইল। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) সেই দলীয় অন্যান্য (একশত সত্তর জন) লোকদের বিষয় সকলের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। আ'দী ইবনে হাতেম (রাঃ) ছাহাবী তাহাদিগকে হত্যা করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ও আশআ'ছ ইবনে কায়েস (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন—না, না, না, তাহাদিগকে হত্যা করার প্রয়োজন নাই, বরং তাহাদিগকে কুপথ হইতে তওবা করিয়া সৎপথের প্রতি ফিরিবার সুযোগ দান করুন এবং সেই তওবা অনুযায়ী সঠিকরূপে চলিবার উপর তাহাদের গোত্রীয় সকলকে জামিন সাব্যস্ত করুন। এই পরামর্শই গ্রহণ করা হইল। তাহারা সকলে তওবা করিল এবং তাহাদের গোত্রীয় সকলে তাহাদের জামিন হইল যে, তাহারা ঐ ইসলাম বিরোধী পথে আর যাইবে না, সর্বদা সঠিক ইসলামের পথে থাকিবে।

পাঠকবর্গ! এই ঘটনা প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিবেন—একটি বিষয় এই যে, কাফেররা ইসলামের উন্নতি বিস্তারের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে প্রয়াস না পাওয়ার এবং যে কোন ব্যক্তি নির্ভীক চিত্তে ইসলামের ছায়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হওয়ার ক্ষেত্র রূপে সমগ্র বিশ্ব তৈরী হয়—এই উদ্দেশ্যে জেহাদ ইসলামের একটি অঙ্গ ও ফরজ রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তরবারি দ্বারা কাহাকেও ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে নয়। এই দাবীর জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, বিজিত দেশের অধিবাসিগণকে মোসলেম রাষ্ট্রের প্রাতি বিধান-সম্মতরূপে অনুগত হইয়া স্বীয় ধর্মমতের উপর থাকিয়া রক্ষিত অবস্থায় অজস্র সুযোগ-সুবিধা ভোগ পূর্বক শান্তি ও সুখে বসবাস করিতে দেওয়া ইসলামের একটি স্পষ্ট বিধান বিদ্যমান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে—কাহাকেও তরবারি দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হইবে না—ইহা ইসলামের বিধান, কিন্তু ইসলামত্যাগীকে তরবারি, বরং যে কোন কঠোর শাস্তি দ্বারা শায়েস্তা করাও ইসলামের একটি বিধান। ইসলাম কাহাকেও জবরদস্তিমূলক স্বীয় দলভুক্ত করিতে চায় না, কিন্তু স্বীয় দলের মর্য্যাদা ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দুর্বলতাও দেখাইবে না। তাই মোরতাদ বা ইসলাম-ত্যাগীকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার বিধান রাখা হইয়াছে। শক্তি সামর্থ্য ও মান-মর্য্যাদাধিকারী ন্যায়পরায়ণতার নীতি ইহাই।

বিশিষ্ট তাবেয়ী হাম্মাদ (রঃ) বলিয়াছেন, কেহ কোন ব্যক্তির জামিন হওয়ার পর ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে জামিনের উপর ক্ষতিপূরণ বর্তিবে না। হাকাম (রঃ) বলিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।* (নোটটি পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

১১৩৫। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা পূর্বকালের একটি ঘটনা বর্ণনা করিলেন। বনী-ইস্রায়ীলের মধ্যে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার—স্বর্ণ মুদ্রা ধার চাহিল। ধারদাতা বলিল, এমন কতেক জন লোক ডাকিয়া আন যাহাদিগকে আমি সাক্ষী করিতে পারি। ধার গ্রহীতা বলিল, আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রাখিলাম এবং তিনিই যথেষ্ট। ধারদাতা বলিল, এমন কোন লোক আন যাহাকে জামিন বানাইতে পারি। ধার গ্রহীতা বলিল, আল্লাহ তায়ালাকে জামিন বানাইলাম এবং তিনিই যথেষ্ট। ধারদাতা বলিল, আচ্ছা—তোমার কথাই ঠিক; এই বলিয়া তাহাকে নির্দিষ্ট তারিখে ঐ দেনা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার শর্তে (এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা) ধার দিয়া দিল। ধার গ্রহীতা ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা লইয়া তথা হইতে রওয়ানা হইল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে সমুদ্রের অপর পারে চলিয়া গেল। এদিকে ঐ কর্জ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ নিকটবর্তী হইল; সেই তারিখ মতে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ধারদাতার নিকট পৌছার জন্য সে সমুদ্রকুলে আসিল, কিন্তু সমুদ্র পার হওয়ার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করিতে পারিল না। তখন ঐ ব্যক্তি একটি কাষ্ঠ আনিয়া উহার মধ্যস্থলে খনন করতঃ উহার মধ্যে এক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা এবং একখানা লিপি রাখিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিল। (লিপিখানার বিষয়বস্তু এই ছিল—অমুকের পক্ষ হইতে অমুকের প্রতি। অতপর—আমি আপনার প্রাপ্য টাকা আমার জামিনের নিকট বুঝাইয়া দিলাম—যিনি আমাদের জামিন ছিলেন।) এই ব্যবস্থা করিয়া ঐ ব্যক্তি কাষ্ঠটি হাতে লইয়া সমুদ্রকুলে উপস্থিত হইল এবং বলিল হে আল্লাহ! তুমি জ্ঞাত আছ, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে এক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা ধার লইয়াছিলাম এবং ঐ ব্যক্তি আমার নিকট জামিনের দাবী করিলে আমি বলিয়াছিলাম, আল্লাহ তায়ালা জামিন রহিলেন, তিনিই জামিনের জন্য যথেষ্ট। ধারদাতা আমার সেই কথার উপরই সম্মত হইয়াছিল এবং সাক্ষীর প্রস্তাব করিলে আমি বলিয়াছিলাম, আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী থাকিলেন, তিনিই যথেষ্ট। সে উহার উপরও সম্মত হইয়াছিল। আমি নৌকার সন্ধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছি যাহাতে আমি তাহার প্রাপ্য তাহার নিকট পৌছাইতে পারি, কিন্তু আমার কোন চেষ্টা সফল হইল না। এখন আমি তাহার প্রাপ্য এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা তোমার রক্ষণাবেক্ষণে সোপর্দ করিতেছি। এই বলিয়া সে ঐ এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা সম্বলিত কাষ্ঠখানা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিল। কাষ্ঠখানা সমুদ্র বক্ষে পতিত হইল এবং ঐ ব্যক্তি তথা হইতে ফিরিয়া আসিল। সে কিন্তু এখনও

---

* হানাফী মজহাব মতে এই মসআলার মীমাংসা এই যে, যাহার পক্ষে জামিন গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার মৃত্যু ঘটিলে জামিনের উপর ক্ষতিপূরণ আসিবে না। কিন্তু যদি এই কথার উপর জামিন হইয়া থাকে যে, অমুক দিন তাহাকে হাজির করিব, অন্যথায় তাহার উপর প্রাপ্যের জন্য আমি দায়ী হইব। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে জামিন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য হইবে।

শান্ত হইতে পারে নাই—এখনও সে নৌকার সন্ধানে আছে; সঠিকরূপে নিজ হস্তে ঋণদাতার নিকট ঋণ প্রত্যার্পণ করার উদ্দেশ্য।

এদিকে ধারদাতা ব্যক্তিও নির্দিষ্ট তারিখে সমুদ্রকূলে আসিয়া ঘোরাফেরা করিতেছিল এবং তাকাইতে ছিল, কোন নৌকা দেখা যায় কি—না? সে কোন নৌকা দেখিতে ছিল না। হঠাৎ দেখিল, একখানা কাষ্ঠখণ্ড সমুদ্রে ভাসিতেছে; সে উহাকে তুলিয়া লইল এবং জ্বালানিরূপে ব্যবহারের জন্য বাড়ী নিয়া আসিল। উহাকে যখন খণ্ড খণ্ড করিল তখন উহার ভিতরে এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা সহ লিপিখানা পাইয়া সমুদয় বিষয় অবগত হইল।

কিছু দিনের মধ্যেই ধার গ্রহীতা ব্যক্তি নৌকার ব্যবস্থা করিতে পারিল এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ধারদাতার নিকট উপস্থিত হইল। (ধারদাতা বলিল, আমার প্রাপ্য কোথায়? আপনি বিলম্বে পৌছিয়াছেন। তখন সে তাহার নিকট) ওজর আপত্তি জানাইতে ও অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল যে, আমি আপনার নিকট আসিয়া আপনার প্রাপ্য পরিশোধ করার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও এ-যাবৎ সফলকাম হইতে পারি নাই বলিয়া এই বিলম্ব ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি আপনার প্রাপ্য আমার জামিনের হাওয়ালা করিয়া দিয়াছিলাম; এখন পুনঃ এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা আপনার হস্তে অর্পণ করিতেছি। এই বলিয়া তাহাকে এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিল। ধারদাতা বলিল, আমি ইহা গ্রহণ করিব না যাবৎ আপনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দান না করেন। (ধারদাতা ইহাও জিজ্ঞাসা করিল,) আচ্ছা—আপনি কি কোন বস্তু পাঠাইয়া ছিলেন? তখন ঐ ব্যক্তি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিল যে, আমি সময় মত নৌকার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, সেই জন্য একটি কাষ্ঠ মারফৎ আপনার প্রাপ্য ধন পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। ধারদাতা বলিলেন, কাষ্ঠ মারফৎ প্রেরিত ধন আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন। আপনার এই অপর এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা সম্পূর্ণ ফেরৎ লইয়া যান।

মছআলাহ ঃ—কেহ কোন মৃত ব্যক্তির ঋণের জামিন হইলে সেই ঋণ তাহাকে অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে; দায়িত্ব এড়াইতে পারিবে না। (৩০৬ পৃঃ)

ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া

১১৩৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা হইতে মোহাজেরগণ যখন মদীনাতে পৌছিতে ছিলেন তখনকার সময় মোহাজের (মক্কা হইতে আগত) এবং আনছার (মদীনাবাসী)-এর মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতেন সেই সূত্রে উভয়ে একে অন্যের উত্তরাধিকারী গণ্য হইতেন। অতঃপর এই আয়াত নাযেল হইল, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ—প্রত্যেকের জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারিত করিয়াছি।" (সেই নির্দ্ধারিতগণের বর্ণনা ৪ পাঃ ১৩ রুঃ দ্রষ্টব্য।)

এই আয়াত দ্বারা উক্ত ব্যবস্থাকে রহিত করতঃ স্ববংশীয় লোককে উত্তরাধিকারী সত্ব দান করা হয় এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের লোকদের বিষয়ে এই আয়াত নাযেল হয়—

وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের লোকদের উত্তরাধিকার সত্বের বিলোপ সাধন করা হইলেও তাহাদের প্রতি সাহায্য, উপকার, মঙ্গল ও হিত কামনা ইত্যাদি সদ্ব্যবহার বিশেষরূপে চালু রাখিতে হইবে এবং তাহাদের উত্তরাধিকারের সত্ব বিলোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের জন্য অছিয়ত করা যাইবে।

১১৩৭। **হাদিছ** ঃ—আনাছ (রাঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি জ্ঞাত আছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—لَا حِلْفَ فِى الْاِسْلَامِ "পরস্পর সাহায্য সমর্থনের জোট গঠনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার রীতি ইসলামে নাই"?

আনাছ (রাঃ) বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার গৃহে মক্কা হইতে আগত কোরায়েশ বংশীয় মোহাজের ও মদীনাবাসী আনছারকে পরস্পর সাহায্য সমর্থন ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আনাছ (রাঃ) যে ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সত্য। মোহাজেরগণ স্বীয় সর্বস্ব মক্কায় ফেলিয়া নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় নূতন দেশ নূতন স্থান অপরিচিত পরিবেশ মদীনায় উপস্থিত হইলে পর এক এক জন মোহাজেরকে এক এক জন মদীনাবাসী ছাহাবীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ব্যবস্থা হযরত (দঃ) করিয়া দিতেন, যেন নূতন দেশে অপরিচিত পরিবেশে পতিত হইয়া মোহাজেরগণ অসুবিধার সম্মুখীন না হন।

অবশ্য ইহাও সত্য যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সাহায্য সমর্থন ও জোট গঠনের অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার রীতি ইসলামে নাই। এই কথার দুইটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে—প্রথম এই যে, অন্ধকার ও বর্বতার যুগে এরূপ প্রথা ছিল যে, ঐরূপ জোট গঠন ও অঙ্গীকার আবদ্ধ হওয়ার ফলে ন্যায়-অন্যায়, হক-নাহক; সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যা কোন কিছুর বাছ-বিচার না করিয়া এবং জুলুম-অত্যাচার, অবিচার অনাচার কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পরস্পর সাহায্য ও সমর্থন করিয়া যাওয়া হইত। ইসলামে এরূপ রীতির স্থান নাই। দ্বিতীয় এই যে স্বয়ং ইসলাম ধর্মই বন্ধুত্ব, সাহায্য ও সমর্থনের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। ইসলামের দরুনই মোসলমানদের পরস্পর ভ্রাতৃত্বভাব, বন্ধুত্বের ব্যবহার সাহায্য ও সমর্থন করা আবশ্যক। নূতনভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই এবং উহার প্রতীক্ষায়ও থাকা চাই না। ইসলামের প্রথম যুগে মোহাজের ও আনছারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করা হইত বটে, কিন্তু তাহা শুধু কার্য্য পরিচালনার সুবিধা ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে; নতুবা ছাহাবীগণ কখনও